NAMATI
INNOVATIONS IN LEGAL EMPOWERMENT

COM
COUNCIL OF MINORITIES

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

Citizenship Briefing Paper
December 2015

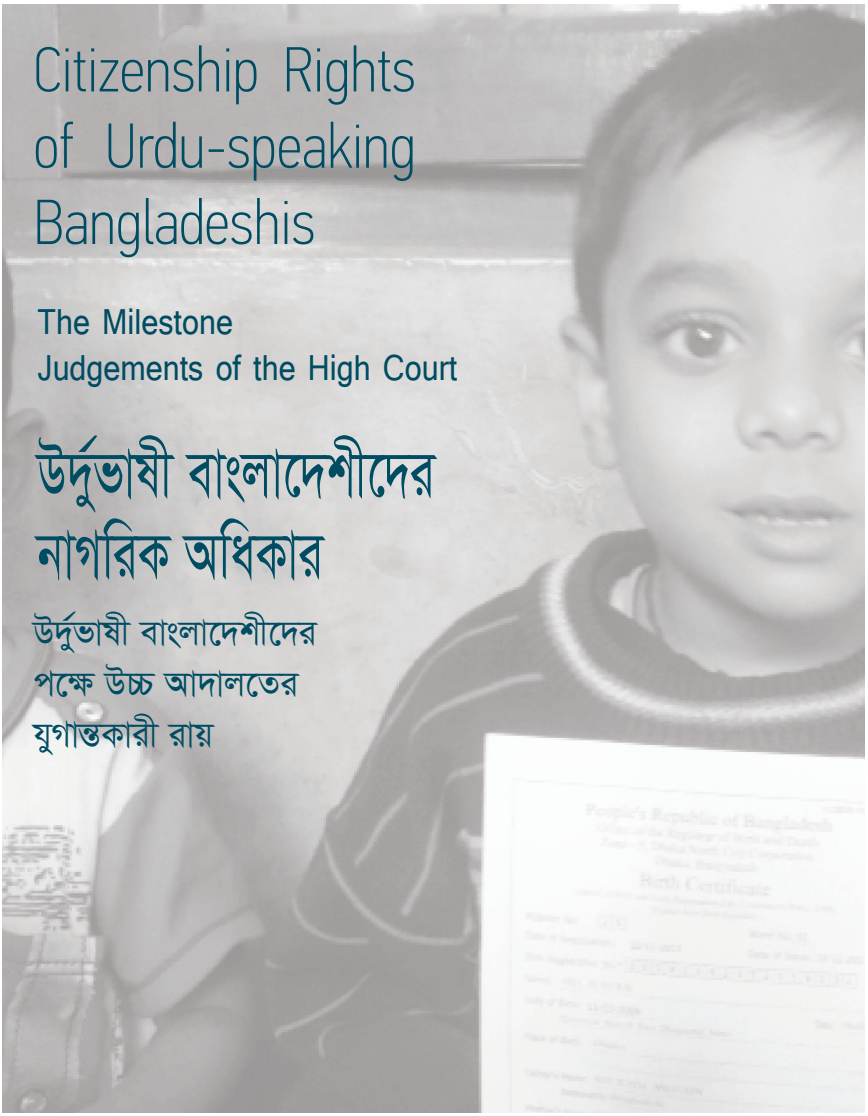

Citizenship Rights of Urdu-speaking Bangladeshis

The Milestone Judgements of the High Court

উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের নাগরিক অধিকার

উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের পক্ষে উচ্চ আদালতের যুগান্তকারী রায়

Citizenship Rights of Urdu-speaking Bangladeshis
উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের নাগরিক অধিকার

NAMATI INNOVATIONS IN LEGAL EMPOWERMENT
COUNCIL OF MINORITIES
নাগরিক উদ্যোগ NAGORIK UDDYOG CITIZEN'S INITIATIVE

উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের নাগরিক অধিকার
সম্পাদনা:
মাজহারুল ইসলাম
জাভেদ হুসেন
খালিদ হোসেন

প্রকাশক:
কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ ও নাগরিক উদ্যোগ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
E-mail: khalid.aygusc@gmail.com

প্রকাশকাল:
ডিসেম্বর ২০১৫

আর্থিক সহযোগীতা:
নামাতি: ইনোভেশন ইন লিগ্যাল এমপাওয়ারমেন্ট

প্রচ্ছদ:
Jaimie Grant/Namati

মুদ্রণে:
অণিমা
২৮৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
কাটাঁবন, ঢাকা-১০০০

NAMATI INNOVATIONS IN LEGAL EMPOWERMENT
COUNCIL OF MINORITIES
নাগরিক উদ্যোগ NAGORIK UDDYOG CITIZEN'S INITIATIVE

Message

Namati is pleased to release this publication in partnership with the Council of Minorities and Nagorik Uddyog as a financial partner. Namati is a global organization dedicated to legal empowerment – increasing people's capacity to understand and use the law. The two cases included in this volume are landmark cases, confirming Urdu-speaking community members as citizens of Bangladesh, the only country most have ever known and the country they call home.

We hope this Bangla language translation will make the significance of these legal decisions accessible to all Bangladeshis – Urdu-speakers, Bangla-speakers, government servants, and others alike. Urdu-speaking Bangladeshis no longer need to feel the law is abstract or distant; they can use these court decisions, among other legal provisions, to understand, exercise, and protect their basic rights as citizens.

Our gratitude extends to the Council of Minorities for its collaboration on this publication, to Zakir Akmal & Associates for their invaluable translation support, and to all those in Bangladesh using innovative strategies to put the law into people's hands and make justice a reality for all.

Laura Goodwin
Program Director
Namati: Innovations in Legal Empowerment
December, 2015

বাণী

এই প্রকাশনাটি কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ এবং নাগরিক উদ্যোগের সাথে আর্থিক অংশীদার হিসেবে যৌথভাবে প্রকাশে নামাতি আনন্দিত। আত্ম বোঝা ও ব্যবহারে জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইনি সক্ষমতা নিয়ে কাজ করা-নামাতি একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। এই প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত দু'টি মামলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতির নিশ্চয়তা পেয়েছে। এই মানুষগুলো অধিকাংশই জীবনে একটা দেশই দেখেছে। এই দেশকেই তার মাতৃভূমি বলে জানে।

আশা করি এই প্রকাশনাটি এই আইনি সিদ্ধান্তগুলোর গুরুত্ব বুঝতে বাংলাদেশি উর্দুভাষী, বাংলাভাষী, সরকারি কর্মকর্তা ও আগ্রহীদের কাজে লাগবে। উর্দুভাষী বাংলাদেশিরা আর এই আইন বিমূর্ত বা দুর্বোধ্য মনে না করে, তারা এখন আদালতের এই সিদ্ধান্ত অন্যান্য আইনি বিধানের সঙ্গে নাগরিক হিসেবে নিজেদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করার কাজে চর্চা ও প্রয়োগ করতে পারবে।

আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ ও নাগরিক উদ্যোগকে প্রকাশনায় তাদের সহায়তা, জাকির আকমল এন্ড এসোসিয়েটসকে ভাষান্তরের জন্য। বাংলাদেশে যারা আইনকে মানুষের কাছে পৌঁছে ন্যায়বিচারকে বাস্তবে পরিণত করতে উদ্ভাবনী সব কৌশল ব্যবহার করছেন তাদের সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

লরা গুডউইন
প্রোগ্রাম ডিরেক্টর
নামাতি: ইনোভেশনস ইন লিগ্যাল এমপাউয়ারমেন্ট
ডিসেম্বর, ২০১৫

প্রাক-কথন

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১১৬টি ক্যাম্পে প্রায় ৩ লক্ষ উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী মানবেতর জীবনযাপন করছে। প্রায় তিন প্রজন্ম তাদের মৌলিক ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশের জন্ম স্বাধীনতার পরে, তারা এদেশকে তাদের নিজের দেশ হিসেবে মনে করে। সুতরাং এখানে বৈষম্য করার কোন অবকাশ নেই। এই বিবেচনায় মহামান্য হাইকোর্ট তাদের ভোটাধিকারসহ সকল প্রকার নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। ইতোমধ্যেই তারা জাতীয় পরিচয়পত্র পেয়েছে এবং প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট প্রদান করছে। স্বাধীনতার ৪৪ বৎসর পরও এই জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা ও বৈষম্য নিরসনে কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

নাগরিক উদ্যোগ ও কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থা নামাতি-এর সহায়তায় উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহামান্য হাইকোর্টের দুটি ঐতিহাসিক রায়-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে। আমরা আশাকরি, এই প্রকাশনা দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে উর্দুভাষীদের প্রতি বিরুপ মনোভাব নিরসনে ও বৈষম্য নিরোধে ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে এবং সেই সাথে এই জনগোষ্ঠী নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হবেন।

জাকির হোসেন
প্রধান নির্বাহী, নাগরিক উদ্যোগ
সভাপতি, কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ

উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের অধিকার প্রসঙ্গে

ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ১১৬টি ক্যাম্পে প্রায় তিন লাখ উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর বসবাস যারা 'বিহারী' নামে পরিচিত যদিও তারা কেবল ভারতের বিহার রাজ্য থেকে আসেনি। আমরা জানি প্রায় দু'শো বছরেরও আগ থেকে উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ভারতের স্বাধীনতাকেন্দ্রীক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা আর ১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তান স্বাধীনতা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে উর্দুভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের স্থায়ী আবাসন হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে বেছে নেয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে ঐতিহাসিক বাস্তবতার কারণে রাজনৈতিক ও মানবিক বিপযেয়র অংশ হিসেবে তারা জেনেভা ক্যাম্পসহ বিভিন্ন জেলায় ১১৬ টি ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় যা পরবর্তীতে তাদের স্থায়ী আবাসন হয়ে যায়। রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও গোষ্ঠীগত ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে তারা একপ্রকার 'রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী'তে পরিণত হয়। জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র এক অংশ পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনের দাবি থাকায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে ক্যাম্পবাসী সকল জনগোষ্ঠী মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। এদিকে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান ত্রিপাক্ষিক সিমলাচুক্তির ফলে বেশ কিছু উর্দুভাষী পরিবার পাকিস্তানে চলে যায়। কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে এ প্রক্রিয়া এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ক্যাম্পবাসীরা রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবহেলা আর অবজ্ঞায় মানবেতর চরম দারিদ্রের মধ্যে একধরনের 'বন্দী' জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। ইতোমধ্যে কয়েক প্রজন্ম পেরিয়ে গেলেও তারা ক্যাম্পের জীবন থেকে আজও বের হতে পারেনি। তাদের আবাসন সমস্যা বর্তমানে চরম পর্যায়ে পড়েছে। একই ছাদের তলায় ছোট্ট রুমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে হচ্ছে কয়েক প্রজন্মকে। সামাজিক বঞ্চনার সাথে যোগ হওয়া দারিদ্র্য, বেকারত্ব অশিক্ষা তাদের নিত্য দিনের সাথী।

এই জনগোষ্ঠী কখনই তাদের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারায়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, তাদের ভোটাধিকার আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়েছে। ২০০৩ ও ২০০৮ সালের মহামান্য হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে এখন উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের নাগরিকত্ব তথা ভোটার হওয়ার সকল সংশয় দূর হয়েছে। ২০০৩ সালে মহামান্য হাইকোর্ট তার রায়ে বলেন যে, জেনেভা ক্যাম্পকে এমন কোন বিশেষ আইনগত মর্যাদা দেওয়া হয় নাই যার দরুণ ঐ ক্যাম্পে বসবাসরত ব্যক্তিদের বিভিন্ন আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। শুধুমাত্র জেনেভা ক্যাম্পে বসবাস করার জন্য একথা বলা যাবে না যে, তারা কোন বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। সুতরাং, আবেদনকারীদের প্রথম গ্রুপটির ১ ও ২ নং আবেদনকারীরা বাংলাদেশের নাগরিক (যাদের জন্ম ১৯৭১ সালের আগে) আর আবেদনকারীদের ২য় গ্রুপটির (যাদের জন্ম ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর) আবেদনকারীরা জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক।

আবার ২০০৮ সালের হাইকোর্টের রায়ে পরিস্কারভাবে আদালত অভিমত প্রকাশ করেন যে, উর্দুভাষীরা বাংলাদেশের যেখানেই বসবাস করুক না কেন তারা যদি আইনের শর্তাবলী পূরণ করে তাহলে তারা বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য হবেন এবং আইন দ্বারা তারা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন এবং এ ব্যাপারে সরকারের কোন হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের সংবিধান ১২২(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঐ সমস্ত উর্দুভাষীরা সাবালকত্ব অর্জনের পরপরই ভোটার তালিকায় তাদের নাম নিবন্ধিত করার অধিকার লাভ করেছেন এবং তাদেরকে ভোটার তালিকায় ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রজাতন্ত্রের কোন সংস্থা উর্দুভাষীদের ভোটার তালিকায় ভোটার হিসাবে নাম অন্তর্ভূক্ত করার এরূপ সাংবিধানিক অধিকার অস্বীকার করতে পারবেন না। রায়ে আরো বলা হয় যে, কোন সংস্থা বা ব্যক্তিই এই সমস্ত উর্দুভাষীদের চাকুরি, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য এবং এদেশের অন্যান্য নাগরিকের মত একটি সুন্দর জীবন যাপন করার যে সাংবিধানিক অধিকার সেই অধিকার থেকেও বঞ্চিত করতে পারবে না।

জনগোষ্ঠীর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে তিনটি প্রজন্ম অন্ধকারে রয়ে যায়। যেভাবে প্রতিটি অন্ধকার রাতের পরে নতুন সূর্যের উদয় হয় ঠিক তেমনি জনগোষ্ঠীর ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব অধিকার নিশ্চিত করে এর ফলে 'আটকেপড়া পাকিস্তানি ও পাকিস্তানে' অপবাদ থেকে তারা মুক্ত হয় এবং প্রত্যাবসনের স্বপ্নকে ধুলিসাত করে দেয় যা বাংলাদেশে ও বিশ্বে প্রশংসিত হয় উর্দুভাষী এবং উক্ত জনগোষ্ঠী মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে উর্দুভাষী বাংলাদেশি হিসেবে তাদের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করে।

কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ, নামাতি ও নাগরিক উদ্যোগ যৌথভাবে ২০১৩ সাল থেকে ক্যাম্পে অবস্থিত উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে প্যারালিগাল বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করে। বিভিন্ন ক্যাম্পে প্যারালিগালগণ ক্যাম্পবাসীদের জন্মসনদ, মৃত্যুনসদ, পাসপোর্ট, ট্রেড লাইসেন্স, জাতীয় পরিচয়পত্র, কমিশনার সার্টিফিকেট, ব্যাংক একাউন্ট ও সাধারণ ডায়েরি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও সেবাসমূহ পেতে জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করে আসছে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত মহামান্য হাইকোর্টের দু'টি ঐতিহাসিক রায় বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করে। আশা করছি, বইটি ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব আইন সম্পর্কে তাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে ও বৃহত্তর অর্থে উর্দুভাষীদের মানবাধিকার রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

খালিদ হোসেন
প্রতিষ্ঠাতা, প্রধান নির্বাহী
কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ

২০০৩ সালের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

রিট পিটিশন নং-৩৮৩১/২০০১
মোঃ আবিদ খান এবং অন্যান্য
বনাম
বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য

এই মামলার দশজন আবেদনকারী দাবি করেন যে, তারা মোহাম্মদপুর এলাকার জেনেভা ক্যাম্পে বসবাসকারী বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক। সেহেতু, বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী তারা ভোটার হবার জন্য সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু, ২৭/০৫/২০০১ ইং তারিখে নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত ভোটার তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। তাই, তারা ভোটার হবার জন্য নির্দিষ্ট ফর্মে পৃথকভাবে আবেদন করেন। তারা ২ এবং ৪ নং বিবাদীর বরাবর এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে অভিযোগ করেন। কিন্তু, তারা মৌখিকভাবে জানায় যে, যারা জেনেভা ক্যাম্পে বসবাস করছে তারা ভোটার হতে পারবে না। বিবাদীগণের এরূপ নিষিক্রয়তার কারণে আবেদনকারীরা আইন অনুযায়ী ভোটার হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাই, প্রতিবাদীগণের এরূপ আচরণে ক্ষুদ্ধ হয়ে এবং আইন অনুযায়ী অন্য কোন প্রতিকার না থাকায় তারা এই রিট আবেদনটি দায়ের করেন।

প্রাথমিক শুনানীর পর হাইকোর্ট বিভাগ রুলনিশি জারি করে এবং কেন দরখাস্তকারীদের ভোটার হিসাবে তালিকাভূক্ত করা হবে না - এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচন সম্পর্কিত অন্যান্য সরকারি সংস্থাসমূহকে কারণ দর্শাতে বলে।

আইনজীবীর বক্তব্য

অ্যাডভোকেট এম. আই. ফারুকী আবেদনকারীদের পক্ষে তার বক্তব্যে বলেন যে, আবেদনকারীগণ বাংলাদেশের নাগরিক। কেননা আবেদনকারীদের প্রথম গ্রুপটি পূর্ব-পাকিস্তানে এবং দ্বিতীয় গ্রুপটি স্বাধীন বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তারা জেনেভা ক্যাম্পে বসবাসরত মোহাম্মদপুর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাদের বয়স ১৮ বছরের উপরে এবং অন্য কোনভাবে তারা ভোটার হবার জন্য অযোগ্য বলে ঘোষিত হননি।

অ্যাডভোকেট এম. আই. ফারুকী তার বক্তব্যের সমর্থনে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৭ ধারার বিধানটি উল্লেখ করেন। ৭ ধারায় বলা আছে যে, নিবন্ধন কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনের অধীনে, নির্দেশে এবং নিয়ন্ত্রণে কোন নির্বাচনী এলাকার একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। সেই তালিকায় প্রত্যেক ব্যক্তির নাম থাকবে যারাঃ

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক;
(খ) ১৮ বছরের নীচে বয়স্ক নয়;
(গ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন নাই; এবং
(ঘ) ঐ নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা।

আবেদনকারীদের প্রথম গ্রুপটি বাংলাদেশের নাগরিক কিনা এই সম্পর্কে জনাব এম,আই ফারুকী তার বক্তব্যে বলেন যে, নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১ এবং বাংলাদেশ নাগরিকত্ব (অস্থায়ী বিধান) আদেশ, ১৯৭২ এর আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের একজন নাগরিক হবার জন্য দরখাস্তকারীরা সকল শর্তাদি পূরণ করেছেন। বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আবেদনকারীদের প্রথম গ্রুপটি এ ভূ-খণ্ডে যা বর্তমানে বাংলাদেশ নামে অভিহিত, জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে এই ভূ-খণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন এবং বর্তমানেও তারা স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করছেন। তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ২বি অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, তারা কোন বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি প্রকাশ্যে বা আচরণগতভাবে কোন আনুগত্য প্রকাশ করেননি।

এছাড়া, জনাব ফারুকী তার বক্তব্যের সমর্থনে মুখতার আহমেদ বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য (৩৪ ডি.এল.আর ২৯) এবং বাংলাদেশ বনাম অধ্যাপক গোলাম আজম (৪৬ ডি.এল.আর (এ.ডি) ১৯২) মামলার রায় দুটি উল্লেখ করেন। উক্ত মামলা দুটিতে মহামান্য আদালত অভিমত ব্যক্ত করেন যে, শুধুমাত্র পাকিস্তানে ফেরত যাবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ কিংবা পাকিস্তানকে জোরালোভাবে সমর্থন করার কারণে এই দেশে জন্মগ্রহণকারী কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জনে কোনরূপ বাধার সম্মুখীন হবেন না, যদি তিনি ২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তসমূহ পূরণ করেন এবং যদি না তিনি ২বি অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিধানের আওতায় অযোগ্য ঘোষিত না হন।

আদালতের অভিমত

মহামান্য আদালত তার বক্তব্যে বলেন যে, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় আবেদনকারীদের প্রথম গ্রুপের ১ ও ২ নং দরখাস্তকারীর বয়স যথাক্রমে মাত্র ২ বছর এবং ৪ বছর ছিল। প্রতিবাদীগণ এমন কোন দাবি করেন নাই যে, তারা প্রকাশ্যে বা কোন আচরণ দ্বারা শপথ, অনুমোদন অথবা স্বীকৃতির মাধ্যমে অন্য কোন বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। এমন কি দরখাস্তকারীদের পিতা-মাতা বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন এমন কোন কিছু মামলার নথীতে পাওয়া যায়নি।

আদালত অভিমত প্রকাশ করেন যে, নিরাপত্তাজনিত কারণে সেই সব ব্যক্তির জন্য যারা পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তাদের জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি জেনেভা ক্যাম্প স্থাপন করেন। ১ ও ২ নং দরখাস্তকারী এমন কি পাকিস্তানে ফেরত যাবার জন্য কিংবা অন্য কোন দেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেননি। জেনেভা ক্যাম্প এমন কোন বিশেষ মর্যাদা

লাভ করেনি যার দরুণ ঐ ক্যাম্পে বসবাসরত উর্দুভাষী নাগরিককে উপরোল্লিখিত প্রেসিডেন্ট আদেশ, ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ১৯৮২ অথবা নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১ - এ বর্ণিত আইনগত অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করা হবে।

দরখাস্তকারীদের দ্বিতীয় গ্রুপটি সম্পর্কে আদালত অভিমত প্রকাশ করেন যে, তারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকায় ও অন্যান্য স্থানে অবস্থিত জেনেভা ক্যাম্পে জন্মগ্রহণ করেছেন। শুধুমাত্র জেনেভা ক্যাম্পে জন্মগ্রহণ অথবা বসবাস করার কারণে নাগরিকত্ব আইন ১৯৫১ এর ৪ ধারা অনুযায়ী জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব অর্জন করার যে অধিকার সে অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না।

আদালতের রায়

মহামান্য হাইকোর্ট তার রায়ে বলেন যে, জেনেভা ক্যাম্পকে এমন কোন বিশেষ আইনগত মর্যাদা দেওয়া হয় নাই যার দরুণ ঐ ক্যাম্পে বসবাসরত ব্যক্তিদের বিভিন্ন আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। শুধুমাত্র জেনেভা ক্যাম্পে বসবাস করার জন্য একথা বলা যাবে না যে, তারা কোন বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। সুতরাং, আবেদনকারীদের প্রথম গ্রুপটির ১ ও ২ নং আবেদনকারীরা বাংলাদেশের নাগরিক এবং তারা প্রকাশ্যে বা আচরণ দ্বারা বিদেশি কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন নাই। আর আবেদনকারীদের ২য় গ্রুপটির আবেদনকারীরা জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক।

মহামান্য আদালত আরও বলেন যে, আবেদনকারীরা শুধুমাত্র জেনেভা ক্যাম্পে বসবাস করার কারণে ভোটার হবার জন্য আইনগতভাবে বারিত হবেন না এবং ভোটার তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার এবং ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত হবার সম্পূর্ণ অধিকার তাদের রয়েছে, যদি না তারা ভোটার তালিকা অধ্যাদেশের ৭ ধারার প্রবিধান অনুযায়ী অন্য কোনভাবে ভোটার হবার জন্য অযোগ্য বিবেচিত না হন। মহামান্য হাইকোর্ট দরখাস্তকারীদের ভোটার তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত এবং ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত করার জন্য বিবাদীদের আদেশ প্রদান করেন।

সারসংক্ষেপ: ব্যারিস্টার আকমল হোসেন

২০০৩ সালে মহামান্য হাইকোর্টের রায়

হাইকোর্ট ডিভিশন

(বিশেষ আদিম এক্তিয়ার)
মুহম্মদ হামিদুল হক বিচারপতি

আবিদ খান এবং অন্যান্য
.....আবেদনকারীগণ

বিচারপতি জিন্নাত আরা

বনাম

বাংলাদেশ সরকার
.....আবেদনকারীগণ

রায়

৫ মে, ২০০৩
বাংলাদেশ নাগরিকত্ব (অস্থায়ী বিধান) আদেশ (পিও ১৪৪, ১৯৭২) ।

অনুচ্ছেদ ২ ও ২ বি (১)
এমনকি এদেশে জন্ম গ্রহণকারী এমন কট্টর পাকিস্তানপন্থীও বাংলাদেশের নাগরিক হবার অধিকারী যদি তিনি অনুচ্ছেদ ২ এর শর্তাবলী পূরণ করেন এবং ধারা (১) অনুচ্ছেদ ২ (খ) এর আওতায় অযোগ্য না হন ।

মুক্তার আহমেদ বনাম বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্যরা ৩৪ ডিএল আর ২৯; আব্দুল খালেক বনাম কোর্ট অব সেটেলমেন্ট এবং অন্যান্য ৪৪ ডি.এল. আর ২৭৩ এবং বাংলাদেশ বনাম প্রফেসর অধ্যাপক গোলাম আজম ৪৬ ডিএল আর (এডি) ১৯২ ..(২০ ও ২১) নাগরিকত্ব আইন (২, ১৯৫১) ধারা-৪ ।

আবেদনকারীদের জেনেভা ক্যাম্পে জন্মগ্রহণ অথবা জেনেভা ক্যাম্পে তাদের অব্যাহত বসবাস করা আইনের ৪ অনুচ্ছেদের আওতায় অর্জিত জন্মসূত্রে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে না এবং সে কারণে তারাও জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক ।

এম আই ফারুকী, এডভোকেট .....আবেদনকারীদের পক্ষে
জামান আখতার, সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল.....বিবাদীদের পক্ষে

রায়

জিন্নাত আরা, বিচারপতি : আবেদনকারীদের রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ভোটার তালিকাভূক্ত

হওয়ার অধিকার বিষয়ক এবং ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার ব্যাপারে এই আদেশ ।

২। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ (১) (২) এর আওতায় আবেদনকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিবাদীদের উপর যথা নির্বাচন কমিশন ও সরকারের ওপর আবেদনকারীদের নাম ভোটার তালিকাভূক্ত করার জন্য কেন তাদের নির্দেশ দেয়া হবে না- এই মর্মে রুলনিশি জারি করা হয়েছিল।

৩। ১০ জন আবেদনকারীর সবাই দাবি করেছেন যে, তারা বাংলাদেশের উর্দুভাষী নাগরিক, মোহাম্মদপুর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ও জেনেভা ক্যাম্পে বসবাসকারী এবং তারা বাংলাদেশের আইনের আওতায় ভোটার তালিকায় নাম নিবন্ধনের জন্য পুরাপুরি যোগ্য । কিন্তু নির্বাচন কমিশন ২৭-৫-২০০১ তারিখে যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই তারা ভোটার হিসাবে নাম তালিকাভূক্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে পৃথক আবেদন দাখিল করেন। তারা ব্যক্তিগতভাবে ২ ও ৪- এর নিকট গেলে তাদের মৌখিকভাবে জানানো হয় যে, জেনেভা ক্যাম্পবাসীরা ভোটার হবার অধিকারী নন ।

৪। প্রতিবাদীদের উল্লিখিত অপারগতায় ভোটার হবার অধিকারের বঞ্চনায় সংক্ষুদ্ধ হয়ে আবেদনকারীরা আইনের আওতায় এই আদালতে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন ।

৫। রিট পিটিশনে বর্ণিত বিষয় অস্বীকার জ্ঞাপন বা চ্যালেঞ্জ করে প্রতিবাদীগণ কেউই বিপক্ষে কোন হলফনামা দাখিল করেননি। তবে শুনানির সময় বিজ্ঞ সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব জামান আখতার তা দাখিল করেছেন ।

৬। আবেদনকারীদের বিজ্ঞ এডভোকেট এম আই ফারুকী আবেদন করেছেন যে, আবেদনকারীরা সবাই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে অথবা স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের জন্মের কারণে বাংলাদেশের নাগরিক। তারা মোহাম্মদপুর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং তারা জেনেভা ক্যাম্পে বসবাস করেন। তাদের সকলের বয়স ১৮ বছরের উর্ধ্বে এবং অন্য কোনোভাবে ভোটার হবার অযোগ্যও নন। জনাব এম আই ফারুকী তার আবেদনের সমর্থনে ১৯৮২ সালের ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, বাংলাদেশ নাগরিকত্ব অস্থায়ী বিধান আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ পিও নং ১৪৯) এবং সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনের দুইটি রায়ের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন।

৭। সংশ্লিষ্ট আইন ও আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ এডভোকেট কর্তৃক যেসব রায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনায় যাবার পূর্বে যে সব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আবেদনকারীরা আমাদের সামনে দাবি উত্থাপন করেছেন সেগুলো পরীক্ষা করে দেখা যাক ।

৮। আগেই বলা হয়েছে, আবেদনকারীদের দাবিসমূহ নাকচ করে প্রতিবাদীগণ কোন হলফনামা দাখিল করেননি। জনাব জামান রুলের বিরোধিতা ছাড়া অন্য কোন যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন নি।

৯। রিট পিটিশনটি পরীক্ষা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, জন্ম তারিখের নিরিখে আবেদনকারীরা দুই শ্রেণিতে পড়েছেন। এক ও দুই নম্বর আবেদনকারীরা ঢাকার মোহাম্মদপুরে যথাক্রমে ১৯৬৯ ও ১৯৬৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পরের অনুচ্ছেদে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে প্রথম গ্রুপ হিসাবে। অবশিষ্ট ৮ জন ঢাকায় ১৯৭৭ সালে ও এর পরের বিভিন্ন বছরে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর থেকে তাদের আমরা দ্বিতীয় গ্রুপ হিসাবে উল্লেখ করবো ।

১০। তাদের নিজ নিজ জন্ম তারিখ ও জন্মস্থান, জেনেভা ক্যাম্পের বাসস্থান এবং ভোটার হবার জন্য তাদের নির্বাচন কমিশনে আবেদনসমুহের সমর্থনে তারা কাগজপত্রাদি দাখিল করেছেন (সংযুক্তি রিট আবেদনে খ, খ/১ ক্রমিক পত্রাদি ও গ) । এই সব কাগজ পত্রাদিতে অবিশ্বাস করার মত আমরা নথিতে প্রামাণ্য কোন দলিলাদি পাইনি ।

১১। এর প্রেক্ষাপটে আমরা ১৯৮২ সালের দি ইলেক্টোরাল রোলস্ অর্ডিন্যান্সের অধ্যায় ৭ (১)-এ নির্দেশিত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য যোগ্যতার বিষয় যাচাই করতে পারি। এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

> "৭.ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ (১) একটি নির্বাচনী এলাকা বা ক্ষেত্রের নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা, কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণে ঐ নির্বাচনী এলাকা ক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবেন যাতে ভোটার হিসাবে যোগ্য হবার তারিখে এমন প্রতিটি ব্যক্তির নাম থাকবে যারা :
>
> ক) বাংলাদেশের একজন নাগরিক ;
> খ) ১৮ বছরের কম বয়সী হবে না ;
> গ) কোন যোগ্য আদালতের দ্বারা ভারসাম্যহীন মনের বলে ঘোষিত হননি ;
> ঘ) ঐ নির্বাচনী এলাকার একজন অধিবাসী বিবেচিত হবেন।"

১২। তাই এই রিট আবেদনের ব্যাপারে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেগুলো হলো আবেদনকারীদের নাগরিকত্ব ও বসবাসের স্থান জেনেভা ক্যাম্পের আইনগত ভিত্তি।

১৩। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নিয়ন্ত্রণকারী আইন হলো ১৯৫১ সালের সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট (অ্যাক্ট ২, ১৯৫১) ও বাংলাদেশ সিটিজেনশিপ টেমপোরারি প্রভিশনস্) অর্ডার ১৯৭২ (পি ও নং ১৪৯, ১৯৭২) যা এর পর থেকে প্রেসিডেন্ট'স অর্ডার বলে উল্লেখিত হবে ।

১৪। প্রথম গ্রুপের নাগরিকত্ব সর্ম্পকে জনাব এম আই ফারুকী প্রধানত প্রেসিডেন্ট'স অর্ডারের ধারা-২ এর উপর নির্ভর করেছেন যাতে বলা হয়েছে :

> "২. অন্য কোন আইনে যদি এর বিরুদ্ধে কিছু না থাকে সেক্ষেত্রে এই আদেশ কার্যকর হবার পর প্রতিটি ব্যক্তিই বাংলাদেশের নাগরিক বলে গণ্য হবেন –

> (ক) যিনি বা যাঁর পিতা অথবা পিতামহ যদি বাংলাদেশের বর্তমান ভৌগলিক সীমানার অন্তর্গত কোন এলাকায় জন্মগ্রহণ করে থাকেন এবং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ যিনি এই সব এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে বসবাস করেছেন, অথবা
>
> (খ) যিনি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বর্তমান বাংলাদেশের এলাকায় স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন এবং এখনো স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এবং বর্তমানে বলবৎ কোন আইনের আওতায় বা অন্য কোনভাবে নাগরিক না হওয়ার অযোগ্যতা অর্জন করেননি;
>
> তবে এই শর্ত সাপেক্ষে যে বাংলাদেশের অন্তর্গত বর্তমান কোন এলাকায় যদি কেউ স্থায়ী বাসিন্দা হন অথবা তার ওপর নির্ভরশীলগণ তার চাকুরিকালীন সময়ে বা শিক্ষা অব্যাহত রাখতে যদি কোন দেশে বাস করেন যে দেশটি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বা সামরিক অভিযান পরিচালনা করে থাকে এবং বাংলাদেশে ফিরে আসার ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত হন এই রূপ ব্যক্তি ও তার ওপর নির্ভরশীলগণকে বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে গণ্য করা হবে।"

১৫। তাই উপরে উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম গ্রুপের আবেদনকারীগণ বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্গত ভৌগলিক সীমানার এলাকায় জন্মগ্রহণ করার কারণে তারা অবশ্যই অনুচ্ছেদ ২ ধারা (১) এর আওতায় নাগরিকত্ব দাবি করতে পারেন যদি তারা পরিচ্ছদ ২খ এর আওতায় অযোগ্য না হন; যা নিম্ন উদ্ধৃত করা হলো:

"২খ. (১) অনুচ্ছেদ ২ অথবা সাময়িকভাবে বলবৎ হওয়া অন্য কোন আইনে কোন কিছু উল্লেখ না থাকলে একজন ব্যক্তি ধারা ২ এর আওতায় বাংলাদেশের নাগরিক বিবেচিত হতে পারবেন না যদি তিনি-

(ক) প্রকাশ্যে বা আচরণ দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, ঘোষণা এবং স্বীকৃতি প্রদান করেন অথবা

(খ) অনুচ্ছেদ ২ক-এর আওতায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে ;

যদি বাংলাদেশের একজন নাগরিক অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণিত কেবল কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হলেই বা নাগরিকত্ব অর্জন করলেই বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারাবেন না ।

(২) বাংলাদেশ সরকার যে কোন ব্যক্তির নাগরিকত্ব দান করতে পারেন, তিনি ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা বা অন্য যে কোন রাষ্ট্রের হতে পারেন যা সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন ।

(৩) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ২ এর আওতায় কোন একজনকে বাংলাদেশের নাগরিক বিবেচনা

করা হবে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে বিষয়টি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে ।

অনুচ্ছেদ ২ক এই রিট পিটিশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নয় এবং তাই এর আলোচনা নিস্প্রয়োজন ।

১৬। এখন প্রশ্ন হলো প্রথম গ্রুপের আবেদনকারীগণ বিদেশি কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা অথবা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার অথবা আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন কিনা যাতে তারা বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার অযোগ্য হয়েছেন ।

১৭। এইসব আবেদনকারী রিট পিটিশনে উল্লেখিত তাদের জন্ম তারিখ অনুযায়ী স্বাধীনতার সময় তাদের বয়স মাত্র ২ থেকে ৪ বছর ছিল। বিবাদীগণ দাবি করেননি যে, আবেদনকারীগণ ঘোষণা অথবা প্রকাশ্যে স্বীকার অথবা আচরণগতভাবে বিদেশি কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। এমন কোন তথ্য নেই যাতে দেখানো হয়েছে যে, এমনকি প্রথম গ্রুপের আবেদনকারীদের পিতামাতারা কোন বিদেশি রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করেছেন ।

১৮। তবে প্রথম গ্রুপের ব্যাপারে পরবর্তী বিবেচ্য বিষয় হলো এই যে, তাদের জেনেভা ক্যাম্পে বসবাস করাকে অন্য দেশের প্রতি আচরণগতভাবে আনুগত্য হিসাবে গণ্য করা যাবে কিনা। জেনেভা ক্যাম্পের আইনগত মর্যাদার বিষয়ে আমাদের নিকট কোন তথ্য নেই। তবে আমাদের প্রশ্নের জবাবে আবেদনকারীদের পক্ষেও বিজ্ঞ এডভোকেট ও বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল যা বলতে পেরেছেন তাহলো এই যে, এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রস কর্তৃক। তবে আমরা এই মামলাটিকে এই আদালতের জন্য একটি সঠিক বিচার্য মামলা হিসাবে বিবেচনা করেছি আইনগত বিজ্ঞপ্তির (১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ধারা ৫৭) কারণে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে অবনতিশীল বিদ্যমান অবস্থায় নিরাপত্তাজনিত কারণে উর্দুভাষী ব্যক্তিদের এই ক্যাম্পে থাকার ব্যবস্থা করা হয় যা সাধারণত জেনেভা ক্যাম্প নামে পরিচিত।

১৯। আমরা মনে করি না যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক কেবলমাত্র উর্দুভাষীদের সন্নিবেশ ঘটানোর কারণে তথাকথিত জেনেভা ক্যাম্প কোন বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে যাতে এই দেশের প্রচলিত আইন, প্রেসিডেন্ট আদেশসহ ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ১৯৮২ দি ইলেক্টোরাল রোল্‌স অর্ডিন্যান্স, ১৯৪২ অথবা নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১-এর কার্যকারিতা থেকে এই ক্যাম্প বাদ পড়বে। তাই প্রথম গ্রুপের আবেদনকারীদের কেবলমাত্র জেনেভা ক্যাম্পে বসবাসের কারণে তাদের অন্য রাষ্ট্রের প্রতি আচরণগত আনুগত্য প্রকাশ বলা যাবে না ।

২০। জনাব এম আই ফারুকি, তাঁর আবেদনের সমর্থনে "মুখতার আহমেদ বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য" মামলাটির সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন যা বর্ণিত আছে ৩৪ ডি. এল. আর ২৯-এ । এই মামলা মহামান্য বিচারপতিদের নিম্নের বিশ্লেষণটি প্রাসঙ্গিক ঃ

> "তিনি পাকিস্তানে গমনের জন্য আবেদন করেছিলেন শুধুমাত্র সেই কারণে তার নাগরিকত্ব খারিজ হতে পারে না। বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আদেশ, পিও ১৪৯, ১৯৭২ বিভিন্ন অবস্থা মূল্যায়ন করেছে যার বলে যে কেউ বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য হতে পারেন। তবে কে কোন উপায়ে বাংলাদেশের নাগরিক হচ্ছে সে ব্যাপারে নাগরিকদের মধ্যে কোন বৈষম্য করা হয়নি। তাই আবেদনকারী অন্যান্য নাগরিকদের মতই একই অবস্থানে রয়েছেন। তার নাগরিকত্ব তাই তার সঙ্গেই আছে। তিনি স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করতে পারেন অথবা যদি তিনি কোনভাবে অযোগ্য হন তাহলে তাকে তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে। তিনি আবেদন দাখিল করলেও তা বাস্তবায়নের কোন চেষ্টা করেননি। ১৯৭২ সালে তিনি একটি হলফনামা দাখিল করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। আবেদনকারী অন্য কোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেননি। তার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব যা তিনি অনেক পূর্বেই অর্জন করেছেন তা উবে যেতে পারে না এবং তিনি অব্যাহতভাবেই এই দেশের নাগরিকই আছেন ।"

একই ধরনের নীতি বর্ণিত হয়েছে আব্দুল খালেক বনাম কোর্ট অব সেটেলমেন্ট এবং অন্যান্য মামলাটিতে যা উপস্থাপিত হয়েছে ৪৪ ডি. এল. আর ২৭৩-এ। এই মামলায় মহামান্য আদালত মন্তব্য করেছেন যে, প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য কেবল একটি আবেদন দাখিল করার বিষয়টি কোন নাগরিকের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নিতে পারে না।

২১। সর্বশেষে বাংলাদেশ অধ্যাপক গোলাম আজম মামলায় যা বর্ণিত হয়েছে, ৪৬ ডি. এল. আর (এ ডি) ১৯২, তাতে মন্তব্য করা হয়েছে, এমন কি একজন কট্টর পাকিস্তানপন্থী যিনি এদেশে জন্ম গ্রহণ করেছেন তিনিও বাংলাদেশের নাগরিক হবার যোগ্য যদি তিনি অনুচ্ছেদ ২ এর শর্তাদি পূরণ করে থাকেন এবং ২ খ-এর অনুচ্ছেদ (১) অনুসারে অযোগ্য না হন।

২২। আমরা অবশেষে আবেদনকারীদের আইনজীবীর বক্তব্যের সঙ্গে একমত যে, নাগরিকত্ব প্রশ্নে আইনের দিক সম্পর্কে উল্লিখিত তিনটি মামলায় যা বলা হয়েছে তা প্রথম গ্রুপের আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনকি উপরে উদ্ধৃত মামলা তিনটির আবেদনকারীদের চেয়ে অনেক উন্নত অবস্থানে আছেন তারা। এমনকি তারা অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের জন্য কোন আবেদনও করেননি বা পাকিস্তানে প্রত্যাবসনের জন্যও আবেদন করেননি।

২৩। উপরের উল্লিখিত পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাষ্ট্রপতি আদেশ এর ২(১) অনুচ্ছেদের আলোকে যেহেতু তারা ধারা ২খ (১) মোতাবেক অযোগ্য নন তাই প্রথম গ্রুপের আবেদনকারীরা বাংলাদেশের নাগরিক ।

২৪। এবার দেখা যাক দ্বিতীয় গ্রুপের আবেদনকারীদের (৩-১০) নাগরিকত্বের বিষয়টি। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৭ সাল থেকে তারা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বছরে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছেন। ৩ নম্বর আবেদনকারী জন্মগ্রহণ করেছেন ঢাকায় এবং অন্যরা ঢাকার

মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে। নাগরিকত্ব আইন ১৯৫১ এর ৪ নম্বর ধারার প্রেক্ষাপটে (এ্যাক্ট ২, ১৯৫১) যাকে এরপর থেকে সেই আইন বলা হবে, তাদের মামলার বিষয়টি সরল। ধারা ৪-এ বলা হয়েছে ঃ

"৪. জন্ম সূত্রে নাগরিকত্ব.....এই আইন কার্যকর হবার পর বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেকেই জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হবেন ঃ

এই শর্তে যে একজন এই অনুচ্ছেদের বলে বাংলাদেশের এ ধরনের নাগরিক হবেন না যদি জন্মের সময়.....

(ক) কোন আবেদন বা আইনী পন্থায় বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনরত বাংলাদেশের নাগরিক নন এমন বিদেশি সার্বভৌম শক্তির দূতকে যে ধরনের নিরাপত্তা দেয়া হয়ে থাকে তার পিতা তেমন নিরাপত্তা পেয়ে থাকলে;

(খ) তার পিতা বৈদেশিক শত্রু এবং শত্রু কর্তৃক দখলকৃত স্থানে জন্ম গ্রহণ করে থাকলে ।"

এই ধারা আবেদনকারীদের জন্য প্রযোজ্য নয় কারণ প্রতিবাদীগণ এ ধরনের কোন দাবি উত্থাপন করেননি ।

২৫। ইতিপূর্বে আমরা জেনেভা ক্যাম্পের মর্যাদা নিরূপন করেছি। তাই দ্বিতীয় গ্রুপের আবেদনকারীদের জেনেভা ক্যাম্পে জন্মগ্রহণ এবং অবিচ্ছিন্নভাবে তাদের জেনেভা ক্যাম্পে বসবাস করার বিষয়টি তাদের জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার বিষয়টিকে প্রভাবিত করতে পারে না যা তারা আইনটির ৪ ধারার আওতায় অর্জন করেছেন। তাই আমরা দেখছি যে, দ্বিতীয় গ্রুপের আবেদনকারীগণও জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক ।

২৬। উপরে উদ্বৃত বিষয়াবলী এবং সিদ্ধান্তের বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে যে, আবেদনকারীগণ বাংলাদেশের নাগরিক এবং তাদের মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে বসবাসের বিষয়টি ভোটার হিসাবে তালিকাভূক্তির জন্য কোন বাধা নয় এবং তাই যদি তারা ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ১৯৮২-এর ৭ ধারা অনুযায়ী ভোটার তালিকায় ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত হবার জন্য অন্যভাবে অযোগ্য না হন তাহলে তারা ভোটার হিসাবে তালিকাভূক্তির অধিকারী ।

ফলাফল হিসাবে আদেশটিকে পরিপূর্ণ করা হলো। প্রতিবাদীদের প্রতি আবেদনকারীদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত ও ভোটার হিসাবে নিবন্ধনের নির্দেশ দেওয়া হলো যদি না তারা অন্যভাবে অধ্যায় ৭ (১) (খ) (গ) এবং (ঘ) ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর আওতায় অযোগ্য না হন ।

অনুবাদ: অধ্যাপক আফাজ উদ্দিন শাহ্, অনুবাদ সম্পাদনা: ওয়াজেদ মাহমুদ

High Court Judgement 2003

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

Writ Petition No. 3831 of 2001

Md. Abid Khan and others
…Petitioners
-Vs-
The Govt. of Bangladesh
and others …Respondents

Mr. M. I Farooqui, Advocate …For the Petitioner
Mr. Zaman Akter, A.A.G. …For the Respondents.

The 5th May, 2003.

Present:
Mr. Justice Md. Hamidul Haque
And
Justice Zinat Ara

Zinat Ara, J:

1. This Rule is about the rights of the petitioners to be enrolled in the electoral roll and thus to be registered as voters of the Mohammadpur area of the capital city.

2. On the application of the petitioners under article 102(1) (2) of the Constitution, Rule Nisi was issued calling upon the respondents i.e. the Election Commission and the related election functionaries and also the Government as to why they should not be directed to register the petitioners as voters.

3. All the ten petitioners claim that they are Urdu speaking citizens of Bangladesh, permanent residents of the Mohammadpur area residing at the Geneva Camp and are fully qualified to be registered as voters under

the laws of Bangladesh. But in the electoral rolls prepared and published on 27.5.2001 by The Election Commission, their names were not included. So, they submitted separate applications in prescribed forms for enrolment as voters. They also personally approached respondents Nos.2 and 4 who verbally informed that the Geneva Camp residents are not entitled to be voters.

4. Being aggrieved by the aforesaid inactivity of the respondents resulting in deprivation of their right to be voters under the laws, the petitioners have moved this court.

5. None of the respondents filed any affidavit in opposition to deny or challenge the facts narrated in the writ petition. However, Mr. Zaman Akhter, the learned Assistant Attorney General appeared at the time of hearing.

6. Mr. M. I. Faruqi, the learned Advocate for the petitioners, submits that all the petitioners are citizens of Bangladesh because of their birth either in the then East Pakistan or in the independent Bangladesh; that they are permanent residents of the Mohammadpur area and residing at Geneva Camp; that they are above 18 years of age and not otherwise disqualified to be voters. In support of his submission, Mr. M. I. Faruqi refers to the provisions of the Electoral Rolls Ordinance, 1982, the Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (PO No. 149 of 1972) and also two decisions of the High Court Division and one decision of the Appellate Division of the Supreme Court.

7. Before we proceed on to discuss the relevant laws and the decisions referred to by the learned Advocate for the petitioners, let us examine the facts on the basis of which the petitioners have raised their claim before us.

8. As stated earlier, respondents have not filed any affidavit in opposition to controvert the claims of the petitioners. Mr. Zaman Akhter did not make any submission though simply opposed the Rule.

9. On scrutiny of the writ petition, we find that in terms of date of birth, the petitioners fall into two categories. Petitioners Nos. 1 and 2 were born in Dhaka and at Mohammadpur in the year 1969 and 1967 respectively. In the following paragraphs they are refer to as the first group. All the other 8 petitioners were born in Dhaka in 1977 and in different years thereafter.

We referred to them as the second group hereinafter.

10. In support of their respective dates and places of birth, residence of Geneva Camp and their applications to the Election Commission for enrolment as voters, the petitioners have filed papers (Annexures B,B/1, series of papers, and C to the writ petition). We find nothing on record to disbelieve these papers.

11. In this backdrop, we can look for the qualifications to be enrolled in the electoral roll that are prescribed in section 7(1) of the Electoral Rolls Ordinance, 1982. This section reads as follows:-

> "7. Preparation and publication of electoral rolls- (1) The Registration Officer for an electoral are or constituency shall, under the superintendence, direction and control of the Commission, prepare for the electoral area or constituency in the prescribed manner a draft electoral roll containing the name of every person who, on the qualifying date.-
>
> (a) is a citizen of Bangladesh;
> (b) is not less than eighteen years of age;
> (c) does not stand declared by a competent court to be of unsound mind; and
> (d) is or is deemed to be a resident of that electoral area."

12. So, the two vital issues to be decided in this writ petition are citizenship of the petitioners and the legal implications of their residence at Geneva Camp.

13. The laws regulating the citizenship of Bangladesh are the Citizenship Act, 1951 (Act II of 1951) and the Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 149 of 1972) hereinafter referred to as the said President's Order.

14. On the citizenship issue of the first group of petitioners, Mr. M.I. Faruqi relies mainly on Article 2 of the said President's Order which reads as follows:

> "2. Notwithstanding anything contained in any other law, on the commencement of the Order, every person shall be deemed to be a citizen of Bangladesh-

(i) Who or whose father or grandfather was born in the territories now comprised in Bangladesh and who was a permanent resident of such territories on the 25th day of March, 1971, and continues to be so resident; or

(ii) Who was a permanent resident of the territories now comprised in Bangladesh on the 25th day of March, 1971 and continues to be so resident and is not otherwise disqualified for being a citizen by or under any law for the time being in force;

Provided that if any person is a permanent resident of the territories now comprised in Bangladesh or his dependent is, in the course of his employment or for the pursuit of his studies, residing in a country which was at war with, or engaged in military operations against Bangladesh and is being prevented from returning to Bangladesh, such person, or his dependents, shall be deemed to continue to be resident in Bangladesh."

15. So, according to provisions quoted above, the first group of petitioners having been born in the territories now comprised in Bangladesh, they can very well claim citizenship under Article 2 clause (1), if they are not disqualified under Article 2B which is quoted below:

"2B(1) Notwithstanding anything contained in Article 2 or in any other law for the time being in force, a person shall not, except as provided in clause (2), qualify himself to be a citizen of Bangladesh if he-

(i) owes, affirms or acknowledges, expressly or by conduct, allegiance to a foreign state, or

(ii) is notified under the provison to Article 2A.

Provided that a citizen of Bangladesh shall not, merely by reason of being a citizen or acquiring citizenship of a state specified in or under clause (2), cease to be a citizen of Bangladesh.

(2) The Government may grant citizenship of Bangladesh to any person who is a citizen of any state of Europe or North America or of any other state, which the Government may, by notification in the official Gazette, specify in this behalf:

(3) In case of doubt as to whether a person is qualified to be deemed to be a citizen of Bangladesh under Article 2 of this Order, the question shall be decided by the Government, which decision shall be final."

Article 2A is not relevant in the instant writ petition and thus needs no discussion.

16. Now the question is whether the first group of petitioners owed, affirmed or acknowledge, expressly or by conduct allegiance to a foreign state so as to disqualify them from being citizens of Bangladesh.

17. These petitioners, according to their date of birth, as mentioned in the writ petition were only 2 and 4 years old at the time of liberation. The respondents do not claim that the petitioners ever owed, affirmed, or acknowledged, expressly or by conduct allegiance to a foreign state. There is nothing on record to show that even parents of the first group of petitioners had or has acknowledged allegiance to a foreign state.

18. However, the next issue relating to the first group is whether their residence at Geneva Camp may be termed as allegiance to another state by conduct. As to the status of Geneva Camp we have no information on record. However upon our query both the learned Advocate for the petitioners and the learned Assistant Attorney General could not say anything except that it was set up by the International Committee of Red Cross. But we consider it an appropriate case for this court to take judicial notice (section 57 of the Evidence Act, 1872) if the fact of liberation struggle of Bangladesh and subsequent concentration of the Urdu speaking persons in this camp, popularly known as Geneva Camp, after the liberation of Bangladesh for security reasons due to the situation prevailing immediately after liberation.

19. We do not think that only because of the concentration of Urdu speaking people, who were citizens of the erstwhile East Pakistan, the so called Geneva Camp has attained any special status so as to be excluded from the operation of the laws of the land including the said President Order, the Electoral Rolls Ordinance, 1982 or the Citizenship Act, 1951. So, mere residence of the first group of the petitioners at the Geneva Camp cannot be termed as allegiance to another state by conduct.

Mr. M.I. Faruqi, in support of his submission, refers to the decision in the case of *Mukhter Ahmed vs. Government of Bangladesh and others*,

reported in 34 DLR 29. In this case the following observation of their Lordships are relevant:

> "The mere fact that he filed an application for going over to Pakistan cannot take away his citizenship. The Bangladesh Citizenship Order, P.O. 149/72, has enumerated different situation in which a person shall be deemed to be a citizen of Bangladesh but it has not discriminated among its citizens no matter in which way they have become citizens of this country. So, the petitioner is on the same footing as any other citizen. His citizenship, therefore, clings to him. He could voluntarily renounce it or he could be deprived of it if he had incurred any disqualification. Though he filed the application, he did not even pursue it. He filed an affidavit affirming his allegiance to Bangladesh in 1972. The petitioner having not acquired the citizenship of any other country, his citizenship of Bangladesh which he acquired long before cannot evaporate and he continues to be a citizen of this country."

Similar principle is also laid down in the case of *Abdul Khaleque vs. Court of Settlement and others,* reported in 44 DLR 273. In this case it was observed by their Lordships that mere filing of an application for repatriation cannot take away the citizenship of a person.

21. Lastly in the case of *Bangladesh vs. Prof. Golam Azam*, reported in 46 DLR (AD) 192 it was observed that even a diehard pro-Pakistani, born in this country, is entitled to be citizen of Bangladesh if he fulfils the requirements under Article 2 and is not disqualified under clause (1) of Article 2B.

22. We fully agree to the submission of the learned Advocate for the petitioners that the principles of law on citizenship stated in the three cases cited above are applicable to the first group of petitioners. Rather they are in a much better footing than the petitioners in the above-cited cases. They did not even apply for citizenship of another country nor did they apply for repatriation in Pakistan.

23. In view of the discussions and decisions stated above, we find that the first group of petitioners are citizens of Bangladesh in view of Article 2(i) of the said President's Order as they are not disqualified under clause (1)

of Article 2B.

24. Now let us look into the citizenship issue about the second group of petitioners (3-10). They were born in Dhaka after independence of Bangladesh in different years starting from 1977 onwards. Petitioner No.3 was born in Dhaka and others in Geneva Camp, Mohammadpur ,Dhaka. Their case appears to be simple in view of section 4 of the Citizenship Act, 1951 (Act II of 1951), hereinafter referred to as the said Act. The provisions of section 4 read as follows:-

> "4. Citizenship by birth-Every person born in Bangladesh after the commencement of this Act shall be a citizen of Bangladesh by birth:
>
> Provided that a person shall not be such a citizen by virtue of this section if at the time of his birth-
>
> (a) his father possesses such immunity from suit and legal process as it accorded to an envoy of external sovereign power accredited in Bangladesh and is not a citizen of Bangladesh; or
>
> (b) his father is an enemy alien and the birth in a place then under occupation by the enemy."
>
> The proviso to this section is not applicable to the petitioners because the respondents do not make any such claim.

25. We have already decided the status of Geneva Camp earlier. So, birth of the second group of the petitioners in Geneva Camp or their continued residence in Geneva Camp do not affect the citizenship by birth acquired under section 4 of the Act. So, we find that the second group of the petitioners are also Bangladesh citizens by birth

26. On consideration of the above facts and decisions cited above, it is found that the petitioners are citizens of Bangladesh and their residence in the Geneva Camp, Mohammadpur is not a bar to be enrolled as voters and therefore they are entitled to be enrolled in the electoral roll and registered as voters if they are not otherwise disqualified to be included as such under section 7 of the Election Rolls Ordinance, 1982.

In the result, the Rule is made absolute. The respondents are directed to enroll the names of the petitioners in the electoral roll and register them as voters if not otherwise disqualified under provisions of section 7(1)(b)(c) and (d) of the Electoral Rolls Ordinance, 1982.

২০০৮ সালের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২০০৮ সালে মহামান্য হাইকোর্টে
রিট পিটিশন নং-১০১২৯/২০০৭

মোঃ সাদাকাত খান (ফক্কু) এবং অন্যান্য ১০ জন
----------আবেদনকারী
বনাম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন,
ব্লক-৬, শের ই-বাংলা নগর, ঢাকা ও অন্যান্য
---------- প্রতিবাদী

বাংলাদেশে প্রায় ৩ লাখ উর্দুভাষী মানুষ বাস করে। তাদের পূর্ব পুরুষদের মাতৃভূমি অবিভক্ত ভারত। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি দেশের জন্ম হয়। ঐ সময় তাঁরা মাতৃভূমি ছেড়ে ঐ সময়ের পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে। তখন থেকে তাঁরা বিভিন্ন জেলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে বসবাস শুরু করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। এই সময় আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির সহায়তায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ১১৬টি ক্যাম্পে আশ্রয় দেয়া হয়। এরপর এখন পর্যন্ত অনেক বছর কেটে গেছে। বর্তমানের উর্দুভাষীদের অনেকেই ১৯৭১ সালে নাবালক ছিলেন। অনেকের জন্ম দেশ স্বাধীন হওয়ার পর।

২০০৩ সালে উর্দুভাষীদের পক্ষ হতে নিজেদের বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে দাবি করে ভোটার হওয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট রায়ে বলেন যে, শুধুমাত্র জেনেভা ক্যাম্পে বসবাস করছে বলে কাউকে ভোটার হতে আইনগতভাবে বাধা দেয়া যাবে না। হাইকোর্ট আবেদনকারীদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত করার আদেশ দেন।

২০০৭ সালে ভোটার তালিকা করা হয়। কিন্তু তাতে বিভিন্ন জায়গায় বসবাসরত কোন উর্দুভাষী ব্যক্তিকে ভোটার হিসেবে নেয়া হয়নি। ২০০৭ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৩নং ওয়ার্ড কমিশনার একটি সভা আয়োজন করেন। নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি উদয়ন স্কুলে এক হন। সভায় জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা উর্দুভাষীদের নাম ভোটার তালিকায় না নিতে আদেশ দেন। বিভিন্ন জায়গার উর্দুভাষীরা এরপর অনেকবার ভোটার তালিকায় তাদের নাম ঢোকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হয়।

আইনগত সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও ভোটার হওয়ার অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে ২০০৮ সালে এই মামলাটি করা হয়।

এর পর প্রাথমিক শুনানির পর হাইকোর্ট বিভাগ রুলনিশি জারি করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য বিবাদীদের কাছে জানতে চান যে কেন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পূর্ণ বয়স্ক উর্দুভাষীদের ভোটার হবে না?

আদেশকারীর পক্ষে আইনজীবীর বক্তব্য :

আবেদনকারীদের পক্ষের আইনজীবী ছিলেন মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া। তিনি আদালতকে

বলেন যে, নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১ এবং বাংলাদেশ নাগরিকত্ব (অস্থায়ী বিধান) আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী বাংলাদেশের উর্দুভাষীরা এই দেশের রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত নাগরিক। সুতরাং তাদের এই দেশের ভোটার হওয়ার অধিকার আছে।

তিনি আরো বলেন যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এই বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর একটি চিঠি দেন। ২০০৭ সালের ১৪ জুন তারিখের সেই চিঠিতে উর্দুভাষীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি জরুরি বলে সিদ্ধান্ত জানাতে বলা হয়। চিঠিতে বলা হয় যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে বসবাস করা উর্দুভাষীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের মধ্যে প্রথম দল নিজেদের আটকে পড়া পাকিস্তানি বলে পরিচয় দেয়। তারা যে কোন মূল্যে পাকিস্তানে চলে যেতে চায়। দ্বিতীয় দল বাংলাদেশকেই তাদের দেশ বলে মনে করে। তারা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছে এবং দেশের সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার সাথে এক হয়ে গেছে। কমিশন চিঠিতে বলেন যে, দেশের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য পরে জাতীয় পরিচয়পত্র দরকারি হয়ে উঠতে পারে। যদি দ্বিতীয় দল জাতীয় পরিচয়পত্র না পায় তাহলে তারা ঐসব সেবা হতে বঞ্চিত হবে। বলা হয় যে, আটকে পড়া পাকিস্তানি আর যারা নিজেদের বাংলাদেশের নাগরিক বলে মনে করেন– এই দুই পক্ষকে আলাদা করে দেখা উচিত।

জনাব মিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপা খবর উপস্থাপন করে আদালতের কাছে তুলে ধরেন যে, নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়ায় উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী কী দূর্দশা ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। ভোটার তালিকা হতে তাদের বাদ দিলে এবং জাতীয় পরিচয়পত্র না দেওয়া হলে এই দুর্দশা আরো বাড়বে। ক্যাম্পের বাইরে বসবাস করা উর্দুভাষীরা ভোটার হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র পেয়েছে। কিন্তু ক্যাম্পে বাস করা মানুষরা সেই অধিকার পাচ্ছে না

বিবাদীপক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য :

বিবাদীপক্ষের আইনজীবী ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আজিম খায়ের মান্না। তিনি বক্তব্যে বলেন যে, ক্যাম্পগুলোতে বাসরত উর্দুভাষীরা বাংলাদেশের নাগরিক নয়। তাই তাদের এই দেশের ভোটার হওয়ার অধিকার নেই। যদি এর মধ্যে তাদের কেউ ভোটার হয়ে থাকেন তাহলে তা অবৈধ বলে বাতিল করা উচিত। কারণ তারা তাদের জাতীয়তা সম্পর্কে তথ্য গোপন করেছেন।

জনাব মান্না আরো বলেন যে, এই মামলার আবেদনকারীরা ভোটার হওয়ার আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না করেই আবেদনটি দায়ের করেছেন। তাই তা আইনগতভাবে সঠিক নয়। ক্যাম্পে বাস করা উর্দুভাষীরা বিদেশি শত্রু। তাই বাংলাদেশের বহাল নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী তারা এই দেশের নাগরিকত্ব পেতে পারে না।

আদালতের অভিমত :

মহামান্য আদলত অভিমতে বলেন যে, বাংলাদেশে কে নাগরিক হতে পারবে বা পারবে না তা ঠিক হয় দুটি আইন দিয়ে।

এগুলো হচ্ছে, নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১ এবং বাংলাদেশে নাগরিকত্ব (অস্থায়ী বিধান) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতি আদেশ নং-১৪৯), নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১ অনুযায়ী, যিনি বাংলাদেশের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা যারা পিতা-মাতা বা পিতামহ-পিতামহীর কোন

একজন এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন– তিনি জন্মসূত্রে এই দেশের নাগরিক হবেন। এই আইন অনুযায়ী অভিবাসন করেও কেউ এদেশের নাগরিক হতে পারবেন।

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুযায়ী যে ব্যক্তি বা যার বাবা বা পিতামহ বর্তমান বাংলাদেশের ভূখণ্ডে জন্মেছেন এবং যিনি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ হতে এই দেশে স্থায়ীভাবে বাস করছেন এমন ব্যক্তি এই দেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন। এই ক্ষেত্রে গোত্র, ভাষা, লিঙ্গ, ইত্যাদির কোন বৈষম্য থাকবে না।

যদি উপরে বলা আইনের শর্ত পূরণ করে, তাহলে বাংলাদেশের যে কোন জায়গার অধিবাসী উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর সদস্য বাংলাদেশের নাগরিক হবেন। উপরে বলা বিধানগুলোর আলোকে এই জনগোষ্ঠী ইতিমধ্যে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন। এর জন্য আর সরকারের কোন হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত উর্দুভাষীরা সাবালকত্ব অর্জনের পরই বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার অধিকার রাখেন। তাদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করতে নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিকভাবে বাধ্য। প্রজাতন্ত্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউই ভোটার হতে ইচ্ছুক কোন উর্দুভাষী ব্যক্তিকে ভোটার হতে বাধা দিতে পারবেন না।

আদালত ঘোষণা করেন যে, এমন কোন রেকর্ড নেই যার বলে আবেদনকারীদের এই দেশের নাগরিকত্ব হতে বঞ্চিত রাখা যায়। তাই মহামান্য আদালত অভিমত দেন যে, বাংলাদেশে জন্মের পরেই আবেদনকারীর আইন বলে এই দেশের নাগরিক হয়ে গেছেন। যারা এখনো নিজেদের "আটকে পড়া পাকিস্তানি" বলে দাবি করেন, কোন বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন তাদের নাগরিকত্ব রদ হয়ে থাকবে। যারা তাদের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে পাকিস্তানে যাওয়ার অপেক্ষায় আছেন– তাদেরকে তাদের ভাগ্যের ওপরে ছেড়ে দেয়া যায়। তাদের ভোটার করার কোন দায় নির্বাচন কমিশনের নেই।

উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর নাগরিকত্বের প্রশ্নটির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দিক আছে। নাগরিকত্ব না থাকায় তাদের দুর্দশায় চিত্রটি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বহুবার উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের চিঠিতেও বলা হয়েছে যে, এ কারণে তারা কাজ, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য এবং সুস্থ জীবনের সাংবিধানিক অধিকার হতে নিরন্তর বঞ্চিত হচ্ছে। ভুল অনুমানের জায়গা হতে নাগরিকত্বের প্রশ্নটি অসমাধিত থাকায় এই জাতির কোন লাভ হয়নি। এই জনগোষ্ঠী দেশ গঠনে যে ভূমিকা রাখতে পারতো জাতি বরং তা হতে বঞ্চিত হয়েছে। যত দ্রুত উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীকে জাতির মূল স্রোতে নিয়ে আসা যাবে ততই মঙ্গল।

উপরে উল্লিখিত কারণে, মহামান্য আদালত আবেদনকারীদের বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে এবং সেই অনুযায়ী ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার অধিকারী বলে ঘোষণা দেন।

মহামান্য আদালত নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অন্তভুক্তি হতে ইচ্ছুক উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীকে বিলম্ব না করে ভোটার করতে এবং জাতীয় পরিচয়পত্র দিতে নির্দেশ দেন।

সারসংক্ষেপ: জাভেদ হুসেন

২০০৮ সালে মহামান্য হাইকোর্টের রায়

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
রিট পিটিশন নং-১০১২৯/২০০৭

মোঃ সাদাকাত খান (ফক্কু) এবং অন্যান্য ১০ জন
----------আবেদনকারী
বনাম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন,
ব্লক-৬, শের ই-বাংলা নগর, ঢাকা ও অন্যান্য
---------- প্রতিবাদী

এ্যাডভোকেটঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া, সঙ্গে মোঃ হাফিজুর রহমান-- আবেদনকারীদের পক্ষে।
আজিম খায়ের মান্না, ডি.এ.জি. সঙ্গে মোঃ জাফর ইমাম এ.এ.জি.ও মোঃ মঞ্জু -
প্রতিবাদীগণের পক্ষে।

শুনানিঃ ০৫/০৫/২০০৮ এবং রায় : ১৮/০৫/২০০৮ ইং।
উপস্থিতঃ বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ এবং বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম।

বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রশিদঃ
কেন আবেদনকারীসহ বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে অবস্থানরত অন্যান্য পূর্ণবয়স্ক উর্দুভাষীদের ভোটার তালিকায় ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করা হবে না- এই মর্মে জানতে চেয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য বিবাদীগণের উপর রুল নিশিটি ইস্যু করা হয়েছিল।

১১ জন আবেদনকারীদের মধ্যে ১০ জন মিরপুর ফুটবল ক্যাম্পে এবং শুধু ৩নং আবেদনকারী মিরপুর নন-লোকাল রিলিফ ক্যাম্পে বসবাসকারী হিসাবে রুলটি লাভ করে।

সংক্ষেপে সকলের সাধারণ অভিযোগ হল যে, ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার আগে ও পরে আবেদনকারীগণসহ অন্যান্য উর্দুভাষীদের পূর্বপুরুষরা তাদের মাতৃভূমি ভারত ছেড়ে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে চলে আসেন এবং বিভিন্ন জেলায় ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে বসবাস করতে থাকেন। তারাই তৎকালীন সময়ে পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে পরিচিত এবং তাদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারি চাকুরি লাভ করেন।

কালের বিবর্তনে অনেকেই যারা উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছিলেন, তারা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অনেক আগেই তাদের সন্তানাদি রেখে বর্তমান বাংলাদেশে মারা

যান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আগেই এদেশে তাদের কয়েক প্রজন্মের বসবাস। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সে সব উর্দুভাষী লোকজনকে রেডক্রস আন্তর্জাতিক কমিটির সহায়তায় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে অবস্থিত ১১৬টি ক্যাম্পে আশ্রয় দেওয়া হয়।

যেহেতু, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে তারা বাংলাদেশে বসবাস করছে এবং জন্মসূত্রে ও অন্যান্যভাবে তারা বাংলাদেশের নাগরিক, সেহেতু ভোটার তালিকায় তাদের ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত হবার অধিকার রয়েছে। গত ০৫/০২/১৯৭৬ ইং তারিখে ২ এবং ৬নং আবেদনকারীদের মাতা মিসেস রাজীবুন্নেসা এবং ৭ ও ৮নং আবেদনকারীদের মাতামহ উভয়েই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের জবাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেকশন অফিসার এক চিঠির মাধ্যমে (যার স্মারক নং-৯০৪/আই. এম.এম/১১১, তারিখঃ ৩০/০৯/১৯৭৬) তাদেরকে জানান যে, বাংলাদেশ নাগরিকত্ব (অস্থায়ী বিধান) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৯/১৯৭২) (অতঃপর যা ১৯৭২ সালের পি.ও. নং-১৪৯ হিসাবে উল্লেখ করা হল) এর ২(১১)নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তারা বাংলাদেশের নাগরিক। সুতরাং, বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য তাদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নাই (যা সংযুক্তি 'এ' হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে)। অবশেষে, গত ২৬/০৬/২০০৭ তারিখে নির্বাচন কমিশনের সহকারী সচিব আল-ফালাহ নামের একটি এন.জি.ও. এর নির্বাহী পরিচালককে তার ১১/০৬/২০০৭ তারিখে প্রেরিত এক চিঠির জবাবে জানান যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি চিঠি (তাং ১৪/০৬/২০০৭ইং) প্রধান উপদেষ্টার বরাবরে পাঠানো হয়েছে যাতে উর্দুভাষীদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণের জরুরি বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জানানোর কথা বলা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের উক্ত চিঠিটি সংযুক্তি 'বি' হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। সেই সাথে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত উর্দুভাষীদের দুর্দশার বিবরণ সম্বলিত বিভিন্ন সংবাদের ক্লিপিংসমূহ রিট আবেদনটির সহিত সংযুক্ত করা হয়েছিল।

এছাড়া এটাও বর্ণনা করা হয় যে, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও ময়মনসিংহ জেলায় ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু উক্ত জেলাসমূহে অবস্থিত বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসরত কোন উর্দুভাষী ব্যক্তির নাম ২০০৭ সালের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৩নং ওয়ার্ড কমিশনারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, জেলা ও থানা নির্বাচন কমিশনার, আঞ্চলিক সহকারী নিবন্ধন কর্মকর্তা, তত্ত্বাবধায়ক, উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহকারী এবং নিবন্ধন আরম্ভ করার জন্য চিহ্নিতকরণ কমিটির উপস্থিতিতে ১০/১১/০৭ তারিখে উদয়ন স্কুলে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনের উদ্বৃতি দিয়ে উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহকারী, চিহ্নিতকারী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্যাম্পে বসবাসরত উর্দুভাষীদের নাম ভোটার তালিকায় নিবন্ধন না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ঢাকায় ভোটার নিবন্ধনের কাজ শুরু হয় ২০/১১/২০০৭

ইং তারিখে। কিন্তু, বিভিন্নস্থানে বসবাসরত উর্দুভাষীদের একাধিকবার অনুরোধ সত্ত্বেও উপাত্ত সংগ্রহকারীগণ তাদের নাম সংগ্রহ করেন নাই এবং তাদেরকে ভোটার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই।

আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া রিট আবেদনটি আমাদের পড়ে শোনান। তার উপস্থাপনায় তিনি বলেন যে, নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১ এবং বাংলাদেশ নাগরিকত্ব (অস্থায়ী বিধান) আদেশ, ১৯৭২ অনুসারে উর্দুভাষীরা বাংলাদেশের নাগরিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নাগরিক। এজন্য তাদের ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত হবার অধিকার রয়েছে। এই কারণেই বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন উর্দুভাষীদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তদানুসারে, ১৪/০৬/২০০৭ তারিখে নির্বাচন কমিশন প্রধান উপদেষ্টাকে একটি চিঠি লিখেন। কিন্তু, এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ করা হয় নাই। ফলস্বরূপ, উর্দুভাষীদের অবৈধভাবে ভোটার নিবন্ধনের প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়।

নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতির অভাবে তাদের বঞ্চনা ও দুঃখ-দুর্দশার কাহিনি তিনি আমাদের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, যদি তাদেরকে ভোটার তালিকা হতে বাদ দেওয়া হয় এবং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান না করা হয় তাহলে তাদের দুঃখ দুর্দশা বেড়েই চলবে। তিনি হাইকোর্ট বিভাগের একটি অপ্রকাশিত রায় ও সিদ্ধান্ত যেটি ৫ই মে, ২০০২ সালে মোহাম্মদ আবিদ খান এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ (রিট পিটিশন নং- ৩৮৩১/২০০১) মামলায় প্রদান করা হয় এবং মুখতার আহমেদ বনাম বাংলাদেশ (১৯৮২)(৩৪ ডি.এল.আর ২৯) মামলার রায় ও সিদ্ধান্তটি আমাদের কাছে তুলে ধরেন। তিনি আমাদেরকে জানান যে, ৩৮৩১/২০০১ নং রিট পিটিশনের রুলটি চূড়ান্ত হবার পরপরই উক্ত মামলার ১১ জন রিট আবেদনকারীদের ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করা হয় এবং তাদেরকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। ক্যাম্পের বাইরে বসবাসরত উর্দুভাষীদেরকেও ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করা হয় এবং পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। কিন্তু, যারা উপরে বর্ণিত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত জেনেভা ক্যাম্প নামে পরিচিত ক্যাম্পে বসবাস করেন তাদেরকে ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করা হচ্ছে না।

নির্বাচন কমিশন উপস্থিত হয় নাই। ৩ নং প্রতিবাদী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের পক্ষে এফিডেভিট-ইন-অপজিশন দায়ের করা হয়েছে। উক্ত এফিডেভিটে বলা হয় যে, আইন অনুযায়ী উর্দুভাষীরা উক্ত জেনেভা ক্যাম্পসমূহে অস্থায়ীভাবে বসবাস করছে না। যারা পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তাদের জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি (আই.সি.আর.সি) অস্থায়ী আবাসস্থল হিসাবে উক্ত ক্যাম্পসমূহ স্থাপন করে। ঐতিহাসিক পটভূমি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাউকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করতে পারে না। আবেদনকারীরা এবং/অথবা তাদেরও পূর্ব পুরুষগণ বর্তমানে বাংলাদেশ নামে অভিহিত এই ভূ-খণ্ডে জন্মগ্রহণ করেননি। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় আইনের মাধ্যমে। (বাংলাদেশ সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদ)

সংযুক্তি 'এ' (তাং-৩০/০৯/১৯৭৬) সম্পর্কে বলা হয় যে, এ চিঠির সত্যতা এখন নিরূপন

করা সম্ভব নয়। কেননা, এ সম্পর্কিত নথি এতদিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকার কথা নয়। কিন্তু, বাংলাদেশের নাগরিকত্ব সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনসমূহ বিবেচনা করলে এই চিঠিটি আসল বলে মনে হবে না এবং জবাব প্রদানকৃত প্রতিবাদীগণ এই চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে একমত নয়। সংযুক্তি 'বি' (তাঃ ২৬/০৬/০৭) সম্পর্কে বলা হয় যে, নাগরিকত্বের বিষয়টি সরকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে সমাধান করতে পারে।

জবাব প্রদানকৃত প্রতিবাদীর সুস্পষ্ট বক্তব্য হল যে, ক্যাম্পসমূহে বসবাসরত উর্দুভাষীরা বাংলাদেশের নাগরিক নয়। অতএব, তাদের ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত হবার কোন অধিকার নাই। এই রকম সকল নিবন্ধন অবৈধ এবং এ রকম হয়ে থাকলে তা বাতিল করা উচিত, কেননা তারা তাদের জাতীয়তা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করেছেন। বাংলাদেশি নয় এই সকল ব্যক্তিদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি না করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেটি সম্পূর্ণভাবে বৈধ।

আরও বলা হয় যে, নির্বাচন তালিকা অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর বিধিবিধান অনুসরণ করেই ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। যার নাম উক্ত ভোটার তালিকায় আসে নাই, সে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আপিল দায়ের করতে পারে, যদি না সে আইনগতভাবে অন্য কোন কারণে অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হন। ভোটার তালিকা প্রস্তুতকারী কর্মকর্তাগণ আইনের বিধান অনুসরণ করে তালিকা প্রস্তুত করেছেন, কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধ রক্ষার জন্য তারা কাজ করেন না। ৩৮৩১/২০০১ এর রিট পিটিশনের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল দায়েরের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল বলে দাবি করা হয়।

বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নি জেনারেল আজিম খায়ের মান্না তার বক্তব্যে বলেন যে, সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১১৬টি ক্যাম্পে বসবাসরত উর্দুভাষীদের পক্ষে যে রিট আবেদনটি দায়ের করা হয় আইনগতভাবে সেটি রক্ষণীয় নয়। কেননা, তারা ভোটার হবার জন্য যে আইনী প্রক্রিয়া তা নিঃশেষ না করেই রিট আবেদনটি দায়ের করেছেন।

তিনি আরও বলেন যে, আবেদনকারীগণ অথবা তাদের সন্তানসন্ততিরা বিদেশি শত্রু হবার কারণে বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১ এর ৪(বি)নং ধারা এবং ১৯৭২ সনের পি.ও. নং ১৪৯ এর অনুচ্ছেদ ২বি(১)(১) নং ধারা অনুযায়ী তারা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করতে পারবে না।

রিট আবেদনকারীদের নালিশসমূহ পৃথকভাবে বিবেচনা করার পূর্বে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, হাইকোর্ট বিভাগের গত ০৫/০৫/০৩ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে কে কখন আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করার জন্য সলিসিটরের অফিসকে নির্দেশ দিয়েছিল- ৩ নং প্রতিবাদী কর্তৃক দাখিলকৃত এফিডেভিটে এ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে অবস্থিত ক্যাম্পসমূহে বসবাসরত উর্দুভাষীদের ভোটার তালিকায় নিবন্ধনের বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টার নিকট প্রেরিত ১৪/০৫/০৭

তারিখের চিঠিটি সম্পর্কেও এই এফিডেভিটে কোন তথ্য নেই এবং এই চিঠিটি সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে কিনা সে সম্পর্কিত কোন বর্ণনাও এখানে নেই।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রধান উপদেষ্টার নিকট প্রেরিত ১৪/০৬/০৭ তারিখের চিঠিটিতে উর্দুভাষীদের অবস্থা, মর্যাদা এবং তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত বিবরণ সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। উক্ত চিঠি অথবা এর বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোন কিছুই ৩নং প্রতিবাদী এই এফিডেভিটে সুনির্দিষ্টভাবে অস্বীকার করেন নাই। সুতরাং, আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য আমরা এই চিঠিটির উপর নির্ভর করতে পারি।

উক্ত চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দুই ধারার উর্দুভাষী লোকদেরকে বাংলাদেশে অবস্থান করতে দেখা যায়। আটকে পড়া পাকিস্তানী বলে পরিচিত একদল প্রথম শ্রেণিতে পড়ে যারা নাকি পাকিস্তানের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং যে কোন মূল্যে তারা পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করতে চায়। অন্য শ্রেণির লোকেরা বাস্তবতা অনুধাবন করে বাংলাদেশের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করেছে এবং এদেশের মূলধারার সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার সাথে মিশে গেছে।

প্রায় ৩ লক্ষ উর্দুভাষী বর্তমানে বাংলাদেশে বাস করছে। তাদের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি (আই.সি.আর.সি) কর্তৃক স্থাপিত ১১৬টি ক্যাম্পে বসবাস করছে। তাদের মধ্যে অনেকেই ১৯৭১ সালে জন্ম গ্রহণ করেছে অথবা ঐ সময়ে নাবালক ছিল।

আই.সি.আর.সি ক্যাম্পসমূহ ব্যতিত সারা দেশের বিভিন্নস্থানে বসবাসরত অন্যান্য উর্দুভাষীরকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন কোন অসুবিধার মুখোমুখি হয়নি। তারা বাংলাদেশের নাগরিক এবং ভোটার হবার জন্য সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করার পরই তাদেরকে ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত করা হয়। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব সম্পর্কিত জটিল সম্পর্কের কারণে নির্বাচন কমিশন যারা ক্যাম্পের ভিতরে অবস্থান করছে তাদেরকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছে।

আই.সি.আর.সি ক্যাম্পসমূহে বসবাসকারীদের প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

১। তারা যারা পাকিস্তনের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করেছে এবং পাকিস্তানে বসবাস করার জন্য লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে; এবং

২। তারা যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিল এবং নাগরিকত্বের বিষয়ে তাদের অগ্রাধিকারের কথা প্রকাশ করার মত যথেষ্ট পরিণত ছিল না। যদিও তাদের অভিভাবকেরা পাকিস্তানকে নির্বাচিত করেছিল, এবং তারা যারা ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর জন্ম গ্রহণ করেছিল (সম্ভবত ভুলবশতঃ ১৯৭১ এর জায়গায় ১৯৭২ লেখা হয়েছিল)।

তিনি রিট পিটিশন নং ৩৮৩১/২০০১ এর রায় ও আদেশের বিষয়টিও তার চিঠিতে উল্লেখ

করেন। তিনি ঐ সমস্ত লোকদের নাগরিকত্বের ব্যাপারে জরুরিভাবে সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, বিভিন্ন সেবাসমূহ লাভ করার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র আবশ্যক হয়ে পড়লে ঐ সমস্ত লোকেরা বিভিন্ন সেবাসমূহ হতে বঞ্চিত হবে যা তারা বর্তমানে ভোগ করতে পারছে। এমনকি একটি রিক্সার লাইসেন্স নবায়ন করতে হলেও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রয়োজন পড়বে এবং যে বাংলাদেশের নাগরিক নয় তাকে আই.ডি কার্ড প্রদান করা হবে না।

সবশেষে এই বলা হয় যে, নির্বাচন কমিশন বিষয়টি বিবেচনা করেছে এবং এ বিষয়ে মতামত প্রদান করছে যে, তাদের বিষয়টি গভীর ও সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়। উর্দুভাষীদের বিষয়টি আটকে পড়া পাকিস্তানীদের সাথে পৃথকভাবে দেখা উচিত এবং তাদের নাগরিকত্বের ব্যাপারে খুব দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্ত জানানো উচিত ও আশা প্রকাশ করা হয় যে, প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে সরকারের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সংস্থাসহ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করতে পারেন।

আমরা এই অতীব জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং নির্বাচন কমিশনের যোগাযোগের বিষয়ে এটর্নি জেনারেলের বক্তব্য শুনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। ডেপুটি এটর্নি জেনারেল, শেষ পর্যন্ত যিনি উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদেরকে জানান যে, নির্বাচন কমিশনারের চিঠির বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি হয়নি।

এখন উপরে উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আমাদের বিবেচনা করার ইস্যুটি হল যে, আই.সি.আর.সি কর্তৃক স্থাপিত ক্যাম্পসমূহে বসবাসরত উর্দুভাষীরা বাংলাদেশের নাগরিক কিনা ?

উক্ত চিঠিতে আই.সি.আর.সি কর্তৃক স্থাপিত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১১৬টি ক্যাম্পে ১ লাখ ৬০ হাজার উর্দুভাষীদের অবস্থার বিবরণ খুব পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। এ জন্য তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হবার জন্য আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। জাতীয় পরিচয়পত্র প্রবর্তনের ফলে তাদের নাগরিকত্ব প্রাপ্তির বিষয়টি সুরাহা করার প্রয়োজনীয়তার কথাও নির্বাচন কমিশন আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। তাদেরকে যদি আই.ডি. কার্ড দেওয়া হয় তাহলে আর কোন বিষফোড়া থাকবে না। আটকেপড়া পাকিস্তানী যারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে তারা ব্যতিত তাদের মধ্যে অনেকেই ১৯৭১ সালের পর জন্মগ্রহণ করেছে এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ঐ সময়টায় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল। নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারে জন্মসূত্রে, মাতা অথবা পিতার জন্মসূত্রে, এই দেশে স্থানান্তর সূত্রে, নিবন্ধনীকরণের মাধ্যমে এবং ভূ-খণ্ড অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নির্ধারণ হবে আইনের দ্বারা। বাংলাদেশের নাগরিকরা বাংলাদেশী হিসাবে পরিচয় লাভ করবে। দুটি আইন দ্বারা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে, নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১ এবং বাংলাদেশ নাগরিকত্ব (অস্থায়ী বিধান) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতি

আদেশ নং-১৪৯) (পরবর্তীতে যা ১৯৭২ সনের পি.ও নং ১৪৯ সালে উল্লেখ করা হল) নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১ পরবর্তীতে যা আইন নামে উল্লেখ করা হল। বাংলাদেশ বসবাসকারী একজন ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে এদেশের নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারে। ১৩/০৪/১৯৫১ তারিখে এই আইনটি প্রবর্তনের পর ৩,৪ এবং ৫ নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি যারা অথবা যাদের পিতা-মাতা অথবা যাদের মাতামহ/পিতামহ বর্তমানে বাংলাদেশ নামে অভিহিত ভূ-খণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন তারা জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য হবেন আইন দ্বারা আরোপিত কিছু বাধা নিষেধ সাপেক্ষে। এই আইনের ৬,৮,৯ এবং ১০ ধারা অনুযায়ী, অন্য দেশে স্থানান্তর, বিদেশে বসবাস, স্বাভাবিকভাবে বসবাস এবং বিবাহ, যার জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সার্টিফিকেট ও নিবন্ধন আবশ্যক, এর মাধ্যেমে কিছু ব্যক্তি এ দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারে।

১৯৭২ সনের পি.ও. নং ১৪৯, যা কার্যকর হয় ২৬/০৩/৭১ তারিখে, এর ২ নং অনুচ্ছেদ এ বর্ণিত আছে যেঃ

অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আদেশ প্রবর্তন হবার পর কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক বলে গণ্য হবে-

১। যিনি অথবা যার পিতা অথবা পিতামহ বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং যিনি ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ তারিখে এই ভূ-খণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন এবং বাসিন্দা হিসাবে বসবাস করছেন; অথবা

২। যিনি ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন এবং বাসিন্দা হিসাবে বসবাস করছেন এবং অন্য কোন প্রচলিত আইনের দ্বারা বা অধীনে নাগরিক হবার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হননি।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে স্থায়ী বাসিন্দা হন অথবা তার কোন পোষ্য চাকুরি বা শিক্ষার জন্য এমন কোন রাষ্ট্রে বসবাস করেন যেই রাষ্ট্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অথবা কোন সামরিক অভিযানে জড়িত এবং বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করার জন্য বাধাপ্রাপ্ত হন, তাহলে সেই ব্যক্তি অথবা তার কোন পোষ্যও বাংলাদেশের বাসিন্দা হিসাবে গণ্য হবেন।

উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদের অযোগ্যতাসমূহ ২ বি নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যা হল নিম্নরূপঃ

১। অনুচ্ছেদ-২ অথবা অন্য কোন প্রচলিত আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি নিজেকে, দফা ২ এ উল্লেখিত ব্যতিক্রম ব্যতিত, বাংলাদেশের নাগরিক বলতে পারবে না যদি সে:

ক) প্রকাশ্যে বা কোন আচরণ দ্বারা শপথ, অনুমোদন অথবা স্বীকৃতি এর মাধ্যমে অন্য কোন

বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে; অথবা

খ) অনুচ্ছেদ ২ এ এর অধীন তাকে অবগত করা হয়।

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের কোন নাগরিকের শুধুমাত্র ২ নং দফায় বর্ণিত রাষ্ট্রসমূহের নাগরিক হবার অথবা নাগরিকত্ব অর্জন করার কারণে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে পরিসমাপ্তি ঘটবে না।

২। সরকার যে কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করতে পারবেন, যিনি ইউরোপ অথবা উত্তর আমেরিকার কোন রাষ্ট্রের নাগরিক অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের, যা সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উল্লেখ করবেন।

উপরে উল্লিখিত আইনের এবং ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৯ এর আলোকে বলা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি অথবা যার পিতা এবং পিতামহ বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং যিনি ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন এবং বাসিন্দা হিসাবে বসবাস করছেন, যদি না তিনি ১৯৭২ সনের পি.ও নং ১৪৯ এর অনুচ্ছেদ ২বি বর্ণিত বিধানাবলী দ্বারা অযোগ্য না হন, তবে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক বলে গণ্য হবেন। এরূপ নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য আইন গোত্র, ভাষা, লিঙ্গ প্রভৃতি ভেদে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করে নাই।

উর্দুভাষীবা বাংলাদেশের যেখানেই বসবাস করুক না কেন, তারা যদি আইনের উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণ করে তাহলে তারা বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য হবেন এবং উপরোক্ত বিধানসমূহের আলোকে বলা যায় যে, আইন দ্বারা তারা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন এবং সরকারের কোন হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশ সংবিধান ১২২(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঐ সমস্ত উর্দুভাষীরা সাবালকত্ব অর্জনের পরপরই ভোটার তালিকায় তাদের নাম নিবন্ধিত করার অধিকার লাভ করেছে এবং তাদেরকে ভোটার তালিকায় ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রজাতন্ত্রের কোন সংস্থাই উর্দুভাষীদের ভোটার তালিকায় ভোটার হিসাবে নাম অন্তর্ভুক্ত করার এরূপ সাংবিধানিক অধিকার অস্বীকার করতে পারবে না।

১৯৭২ সনের পি.ও. নং-১৪৯ এর ২বি নং অনুচেছদ এ বর্ণিত অযোগ্যতা সম্পর্কে হাইকোর্ট বিভাগের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ হয়েছিল মুখতার আহমেদ বনাম বাংলাদেশ মামলাটি পর্যালোচনা করার সময়। ০৫/১০/৯৭ তারিখের একটি স্মারক দ্বারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবেদনকারীকে অবহিত করেন যে, তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হবার জন্য যোগ্য নয় কেন না, তিনি পাকিস্তানে যাবার জন্য আই.সি. আর.সি ফর্মে তার নাম নিবন্ধন করিয়েছেন। উপরোক্ত আইনসমূহ পর্যালোচনা করে হাইকোর্ট বিভাগ রুলটি অ্যাবসলিউট করেন এবং বলেন যে, উক্ত নোটিশটি আইনগত ক্ষমতা ছাড়াই জারি করা হয়েছে এবং তাই এর কোন

আইনগত ফলাফল নেই। হাইকোর্ট বিভাগ তার রায়ে বলেন যে, যাই হোক না কেন, নথিতে এমন কোন কিছুই নাই যার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, আবেদনকারী বাংলাদেশের নাগরিক হবার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন এবং যার দরুণ তার নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তাই আমরা মতামত প্রদান করছি যে, বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর আইনের দ্বারা আবেদনকারী বাংলাদেশের নাগরিকত্বা লাভ করেছেন এবং এদেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য হয়েই বসবাস করতে থাকবেন।

প্রকাশ্যে অথবা আচরণ দ্বারা শপথ অনুমোদন এবং স্বীকৃতির মাধ্যমে যারা বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি, যেমন- পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন তাদেরকে আটকে পড়া পাকিস্তানী বলে সম্বোধন করা হয় এবং বর্তমানে তাদেরকে এ নামে সম্বোধন করা হচ্ছে। এসব আটকে পড়া পাকিস্তানীরা একটি বিশেষ শ্রেণির অন্তর্গত এবং তারা বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে অভিহিত হতে পারবেন না। সেই সব লোকেরা যারা এদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছে এবং/অথবা পাকিস্তানে চলে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে তাদেরকে তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেয়া উচিত। তাদেরকে ভোটার হিসাব নিবন্ধন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। উর্দুভাষীদের নাগরিকত্ব প্রশ্নটির আরেকটি দিক রয়েছে, যা কিনা সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মাধ্যমসহ জাতীয় মাধ্যমগুলি প্রায়ই রাষ্ট্রহীনতার কারণে ঐ সমস্ত লোকেদের দুঃখ দুর্দশার কথা প্রচার করে আসছে। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের চিঠিতেও যুক্তি দেখানো হয় যে, চাকুরি, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য এবং এদেশের অন্যান্য নাগরিকদের মত একটি সুন্দর জীবনযাপন করার সাংবিধানিক অধিকার সেই অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। গত কয়েক দশক ধরে তাদের নাগরিকত্বের বিষয়টি ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে অমীমাংসিত রাখার ফলে এই জাতি কিছুই অর্জন করতে পারে নাই। বরং জাতি গঠন তাদের যে ভূমিকা থাকত সেটা হতে এ জাতি বঞ্চিত হয়েছে। যত শীঘ্রই এ উর্দুভাষীদের এদেশের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে তত শীঘ্রই আমরা লাভবান হব।

নিবন্ধন সম্পর্কিত আইনগত প্রতিকারগুলি নিঃশেষ না করে রিট আবেদনটি দায়ের হয়েছে বিধায় রিট আবেদনটি রক্ষনীয় নয় বলে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে সে সম্পর্কে বলতে হয় যে, উর্দুভাষীদের নাগরিকত্বের বিষয়টি গত কয়েক দশক ধরে যখন সংবিধানের অযুহাতে অমীমাংসিত থেকে গেছে, সেখানে কোন ব্যক্তিগত আবেদন দ্বারা বিষয়টি নিস্পত্তি করার চিন্তা করা যায় না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ সমস্ত লোকের ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করবেন কিনা এ সমস্যার সম্মূখীন হয়ে প্রধান উপদেষ্টার নিকট নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য চিঠি লিখেন এবং প্রধান উপদেষ্টা এ বিষয়ে কোন নীতিগত নির্দেশমালা প্রদান করার সময় আজ পর্যন্ত বের করতে পারেন নাই। নাগরিকত্বের বিষয়টি বিধিবদ্ধ কোন ফোরামে নিস্পত্তি হতে পারে না। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি যে, সাংবিধানিক কোন প্রশ্ন একমাত্র সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে দাখিলকৃত কোন রিট আবেদনের মাধ্যমেই নিস্পত্তি হতে পারে।

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া সমস্ত উর্দুভাষীদের ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিতে প্রার্থনা করেন। আবেদনকারীরা এরূপ সকল ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন না। দ্বিতীয়ত, কোন আইনে বলা না থাকলে কোন নাগরিককে ভোটার হবার জন্য বাধ্য করা যাবে না এবং নির্বাচন কমিশনও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত করতে পারে না। এখন পর্যন্ত আইন অনুযায়ী, একজন নাগরিক ভোটার হবে কি হবে না সেটা তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে।

উপরোক্ত কারণে আমাদের সিদ্ধান্ত হল যে, আবেদনকারীরা বাংলাদেশের নাগরিক এবং সেই মোতাবেক তারা ভোটার হিসাবে তাদের নাম ভোটার তালিকায় নিবন্ধন করার জন্য যোগ্য এবং তাদের সেই অধিকার রয়েছে।

অনুবাদ: ব্যারিস্টার আকমল হোসেন

High Court Judgement 2008

COURT STAMP

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

WRIT PETITION NO: 10129 OF 2007

IN THE MATTER OF:
An application made under Article 102 (2) of the Constitution of People's Republic of Bangladesh

-And-
In the matter of Md. Sadaqat Khan (Fakku) and 10 others…Petitioners

-Versus-
The Chief Election Commissioner, Bangladesh Election Commission, Block – 6, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka and others……..Respondents

Mr. Md. Rafiqul Islam Miah with Mr. Md. Hafizur Rahman
……For the Petitioners

Mr. Azim Khair Manna, DAG, with Mr. Md. Zafar Imam, AAG and Mr. Md. Monjur Alam, AAG
……...For the Respondents

Heard on 05-05-08 and judgment 18-05-2008

Present:
Mr. Justice Mohammad Abdur Rashid
And
Mr. Justice Mohammad Ashraful Islam

Mohammad Abdur Rashid, J

The above Rule NISI was issued asking the respondents, the Election Commission and others to show cause as to why they should not be directed to enroll the names of the petitioners as well as other adult Urdu-speaking people living in camps in different parts of Bangladesh in the Electoral Roll and register them as voters.

The petitioners who are eleven in number obtained the above Rule as residents of Football Ground Camp at Mirpur excepting petitioner No, 3, resident of Non-local Relief Camp at Mirpur.

Their common case, in short, is that before and after creation of Pakistan on 14 August 1947, the ancestors of the petitioners as well as other Urdu-speaking Muslims left their home in India and immigrated to the then East Pakistan, settled and started business in different districts. They were recognized as citizens of erstwhile Pakistan and many of them got Government Service in the then East Pakistan.

In course of time, many of them who came from the states Uttar Pradesh, Bihar and Bengal and so on died long before liberation of Bangladesh leaving behind their children in the territory now comprised Bangladesh. Several generations passed before liberation of Bangladesh. After liberation of Bangladesh in 1971, said Urdu-speaking people were housed in 116 camps in different parts of Bangladesh in 1972 with the help of International Committee of Red – Cross,

As they are residing in Bangladesh since before and after liberation of Bangladesh, they are citizens of this country by birth and otherwise and they are therefore entitled to be enrolled in the electoral rolls and registered as voters. On the prayer dated 05-02-76 of Mrs. Rajibun Nessa, mother of petitioner No. 2 and 6 and grandmother of petitioner 7 and 8 for citizenship to the Secretary, Ministry of Home Affairs, a Section officer of said Ministry by his memo 904/IMM/111 dated 30-09-76 informed them that they were citizens of Bangladesh under Article 2 (11) of the Bangladesh Citizenship (Temporary Provision) Order , 1972 (President's Order No. 149 of 1972) hereinafter referred to as PO No. 149 of 1972 and so they were not required to acquire the Bangladesh citizenship afresh. Annexure-A

Lastly on 26-06-07, a Senior Assistant Secretary of the Election Commission informed the Executive Director of Al-Falah, non-governmental organization of Bangladesh in connection with his letter dated 11-06-07 that a letter dated 14-06-07 under the signature of the Chief Election Commissioner was sent to the Chief Adviser for urgent decision on the question of said Urdu-speaking people. A copy of said letter of the Chief Election Commissioner was also annexed hereto as Annexure-B. Thereafter, various news clippings on the conditions of the Urdu-speaking people that appeared on different occasions in the National media were annexed to the writ petition.

It is also stated that registration of voters was completed in the Districts of Rajshahi Rangpur, Khulna and Mymensingh but none of the Urdu-speaking people living in the camps of those Districts was enrolled in the Electoral Rolls of 2007.A coordinating meeting was held at Mirpur Uddyan School on 10-11-07 at the invitation of the Commissioner of Ward No. 3 of Dhaka City Corporation in presence of High Officers of Bangladesh Army, District and Thana Election Officers, Local Assistant Registration Officers, Supervisors, Data/ Information Collectors , Identifier Committee and others for commencement of registration. In the meeting, District Election Officer referring the instructions of the Election Commission instructed the Supervisors; Data/ Information Collectors, Identifier and other concerned officers not to enroll the names of the Urdu-speaking camp dwellers in the on-going registration of voter list. Registration of voters commenced in Dhaka on 20-11-07 But Data collectors did not collect the names of the Urdu-speaking people who are living in different camps of the country and register them as voters in spite of their repeated requests.

Mr. Md. Rafiqul Islam Miah, learned senior advocate for the petitioners took us through the writ petition and submitted that under the Citizenship Act, 1951 and Bangladesh Citizenship (Temporary Provision) Order, 1972 the petitioners and other Urdu-speaking people who are citizens and were already recognized by the government to be citizens of the country and are accordingly entitled to be enrolled in the electoral rolls; and the Election Commission also felt the need of registering such Urdu-speaking people as voters and accordingly, on 14-06-07 wrote to Chief Adviser ; but no

decision has yet been communicated to the Election Commission by the Government and consequently, the Urdu-speaking people are illegally excluded from the process for registration of voters.

He narrated to us the deprivation and sufferings of the people for long for want of recognition as citizens and submitted that if they continue to be left out from registration as voters and giving National Identity Card their suffering would further increase.

He also cited an unreported decision of this Division dated 5 May 2002 in the case of Mohammad Abid Khan and others v. Bangladesh and others of writ petition No. 3831 of 2001 and Mukhtar Ahmed v. Bangladesh: (1982) 34 DLR 29. He informed that after the Rule was made absolute eleven petitioners of said Writ Petition No. 3831 of 2001 were enrolled as voters. Urdu-speaking people who are living outside the camps were already registered as voters and National Identity Card but those who are living in aforesaid 116 camps, known as Geneva Camps in different parts of Bangladesh are not being registered as voters.

The Election Commission has not appeared. An affidavit –in-opposition on behalf of respondent No.3, the secretary of Ministry of Home Affairs was filed. In the affidavit, it is stated that according to law the Urdu-speaking people living in Geneva camps are not living temporarily. These camps were set up by the International Committee of Red Cross (ICRC) for these people as halfway homes to Pakistan. Historical background does not automatically make citizens of Bangladesh. The petitioners and/or their forefathers were not born in the territory now called Bangladesh. Citizenship in Bangladesh is determined and regulated by law (Article 6 of the Constitution of Bangladesh)

With regard to Annexure-A dated 30-09-76, it is stated that veracity of the letter could not be ascertained as the files are not supposed to be retain till now. But having regard to existing laws relating to citizenship in Bangladesh, the letter does not seem to be genuine and answering respondents cannot agree with the contents of the letter. With regard to letter dated 26.06.07 Annexure – B. it is however stated that citizenship issue of the petitioners is to be resolved by the Government by enacting legislation or otherwise.

Positive case of answering respondent is that the Urdu-speaking people living in camps are not Bangladeshis citizens and therefore are not entitled to be included in the voter list. Any such inclusion is illegal and liable to be struck down for having been done, presumably, by suppressing the vital fact of their nationality. Any instruction for not enrolling Non-Bangladeshi persons in the voter list is lawful.

It is further stated that voter list is prepared in accordance with provisions laid down Electoral Roll Ordinance, 2007. Anybody whose name does not appear in the list can move by way of an appeal the appropriate authority unless does not disqualify to be a voter on legal ground. Officers responsible for preparing voter list have to act in accordance with law and they cannot act upon request of the petitioners. With regard to the judgment and order of Writ Petition No. 3831 of 2001, it is also claimed that the solicitor office was instructed to Appellate Division.

Mr. Azim Khair Manna, learned Deputy Attorney General submitted that writ petition on behalf of Urdu-speaking people who are living in 116 camps over the country is not maintainable since they filed the writ petition without exhausting the procedure for being voter in accordance with law.

He also submitted that the petition being enemy aliens or their progeny are not entitled to be Bangladeshi citizens under section 4 (b) of the Bangladesh Citizenship Act, 1951 and article 2B (1) (1) of PO No. 149 of 1972 in view of their loyalty to Pakistan.

Before we proceed to consider the respective cases of the parties before us, we must first mention that who when asked the solicitor office to move the Appellate Division against the aforesaid judgment and order dated 05-05-03 of this Division are missing in the affidavit sworn on behalf of respondent No.3, Secretary of the Ministry of Home Affairs. The affidavit is also silent on the request vide letter dated 14-06-07 sent by the Chief Election Commissioner to the Chief Adviser for resolution of the issue of enrolment of the Urdu-speaking people living in different camps of Bangladesh, and if the letter did not attract any attention of the Government is also missing.

In the letter dated 14-06-07 written by the Chief Election Commissioner to the Chief Adviser his elucidated the condition, status and standing

of Urdu-speaking people. Neither the letter nor its contents was denied specifically in said affidavit of respondent No. 3. We can therefore rely upon the letter in order to understand the issue facing us.

In the letter, it is stated that immediate after the independence of Bangladesh, two streams of Urdu-speaking people were to be found in Bangladesh. One group known as the "Stranded Pakistanis" had sworn their allegiance to Pakistan and wanted to go back to that country at any cost. The others, accepted the emerging reality, swore their allegiance to Bangladesh and merged with the mainstream society and polity.

About 300,000 Urdu-speaking people are now living in Bangladesh. Of them, 160,000 live in 116 camps set up by International Committee of Red Cross (ICRC) at different parts of the country. Many of them were born after 1971 or were minor in that year.

The Election Commission did not face any problem with regard to Urdu-speaking people living all over the country outside the ICRC camps. They are citizens of Bangladesh and have been enlisted in the electoral rolls by following the criteria set for the purpose. But the election commission was facing difficulties to register the Urdu-speaking people living inside the camps as voters due to complications relations to the citizenship of Bangladesh.

The residents of the ICRC camps may be broadly divided into two categories:

(i) those who swore their allegiance to Pakistan and had in writing expressed their desire to take up residence in that country ; and

(ii) those who were of minor age at the time of liberation of Bangladesh and were not mature enough to express any preference as to their citizenship even if their parent had opted for Pakistan and those who were born in Bangladesh after 16th December , 1972 (the year might be wrongly quoted in place of 1971)

He also referred to the judgment and order of the aforesaid Writ Petition No. 3831 of 2001. He solicited an urgent decision in the matter of citizenship of the people. .He reasoned that after introduction of National Identity Card as a condition for delivery of a number of services, these people

may lose access to many services they currently enjoy. Even renewal of a rickshaw license would require presentation of an ID card and no ID card will be issued to a person who is not a citizen of Bangladesh.

Lastly, it is also stated that the Commission has considered the matter and it was of the view that the time has come to look at the issue objectively and with compassion. The case of the Urdu-speaking people needs to be separated from "stranded Pakistanis" and a decision on their citizenship may be taken expeditiously. It also desired the Chief Advisor may consider holding an inter-ministerial meeting with all relevant government agencies with the participation of Election Commission.

We wanted to hear the Attorney - General upon urgent issue of immense public importance and the communication of the Election Commission but he preferred not to appear. Mr. Deputy Attorney - General who appeared ultimately told us that nothing happen upon such requisition of the Election Commission.

Now, the issue that arose on the aforesaid facts and deserves consideration is whether or not Urdu-speaking living in different camps set up by ICRC of Bangladesh are citizens of Bangladesh.

In the letter of the Election Commission, condition of the Urdu-speaking people in Bangladesh particularly 160,000 who are living in 116 camps set up by the ICRC in different parts of the country became so clear, which does not need any further material. The Election Commission has also tried to highlight the urgency for resolution of the citizenship on the ground of introduction of the National Identity Card there could not be further wastes if they are given any ID card.

Living aside the ' stranded Pakistanis ' who had sworn their allegiance to Pakistan, many of them born after 1971 and few of them are minor in that year. Under the citizenship Act, 1951 one may be a citizen of Bangladesh by birth, by descendant and / or by migration or by registration and also incorporation of territory.

Article 6 of the Constitution provides that the Citizenship of Bangladesh shall be determined and regulated by law. The citizens of Bangladesh shall be known as Bangladeshi. There are two laws dealing with the citizenship of Bangladesh, namely, the Citizenship Act, 1951 and Bangladesh

Citizenship (Temporary Provision) Order, 1972 (President's Order No. 149 of 1972) hereinafter referred to as PO No. 149 of 1972.

A resident of Bangladesh may become citizen of the country in various ways under the Citizenship Act, 1951 hereinafter referred to as the Act. All the commencement of the Act on 13-04-51 and thereafter under section 3, 4 and 5 every person who or any of his parents or grandparents was born in the territory now included in Bangladesh shall be a citizen of Bangladesh by birth and descent subject however to certain exceptions by operation of law. Under section 6, 8, 9 and 10 of the Act , certain person may acquire the citizenship of Bangladesh by migration, residing abroad, naturalization and marriage for which certificate and / or registration of specified authority shall be necessary.

PO 149, 1972 came into force on 26-03-71 provides under article 2 that:

"Notwithstanding anything contained in any of the law, on the commencement of this Order, every persons shall be deemed to a citizen of Bangladesh. –

(i) who or whose father or grand-father was born in the territories now comprised in Bangladesh and who was a permanent resident of such territories on the 25 day of March, 1971 and continues to be so resident or ;

(ii) who was a permanent resident of the territories now comprised in Bangladesh on the 25 day of March, 1971 and continues to be so resident and is not otherwise disqualified for being a citizen by or under any law for the time being in force;

Provided that if any person is a permanent resident of the territories now comprised in Bangladesh or his dependent is, in the course of his employment or for the pursuit of his studies, residing in a country, which was at war with, or engaged in military operation against Bangladesh and is being prevented from returning to Bangladesh, such person or his dependents, shall be deemed to be resident in Bangladesh."

Disqualification to the above article is provided under article 2 B, which is hereunder,

(1) "Notwithstanding anything contained in article 2 or any other

1 for the time being in force, a person shall not be, except as provided in clause 2), himself to be a citizen of Bangladesh if he–

(i) Owes, affirms or acknowledges, expressly or by conduct, allegiance to foreign state or

(ii) is notified under the provision of Article 2A ;

Provided that a citizen of Bangladesh shall not, merely by reason of being of a citizen or acquiring citizenship of a state specified in or under clause (2) cease to be a citizen of Bangladesh.

(2) The Government may grant citizenship of Bangladesh to any person who is a citizen of any state of Europe or North America or of any other state which the Government may, by notification in the official gazette, specify in this behalf."

In view of above provisions of the Act and President Order No. 149 of 1972, every person who or whose father or grandfather was born in the territories now comprised in Bangladesh and who was a permanent resident of such territories on the 25 day of March, 1971 and continues to be so resident unless disqualified under Article 2 B of PO No. 149 of 1972 shall be citizen of Bangladesh. In the acquisition of such citizenship, the laws have made no discrimination in any way on the ground of ethnicity, language, sex etc.

Members of the Urdu-speaking people wherever they live in Bangladesh if they answer the above qualifications shall become citizen of Bangladesh and in view of the above provisions have already acquired the citizenship of Bangladesh by operation of law and no intervention of the Government is necessary. Such people have accordingly become eligible with the attainment of majority for enlistment as voters under Article 122(2) of the Constitution and the Election Commission is under constitutional obligation to enroll them in the electoral rolls as voters. No functionary of the Republic can deny such rights of the Urdu-speaking people who want to be enrolled as voters.

On the disqualification under Article 2 B of PO No. 149 of 1972, this division had an occasion to deliberate in the case of Mukhtar Ahmed v Bangladesh. By a memorandum dated 05-10-97 the Ministry of Home

Affairs informed the petitioner that he was not qualified to be a citizen of Bangladesh because he had registered his name from ICRC form for going over to Pakistan. Considering the above laws, this Division made the Rule absolute declaring the Notification issued without any lawful authority and was of no legal effect on the view inter alia that,

> " Be that as it may. there is nothing on record to show that the petitioner who is a citizen of Bangladesh has incurred any disqualification to be penalized by deprivation of his citizenship. We are, therefore, of the opinion that after emergence of Bangladesh the petitioner became a citizen of Bangladesh by the operation of law and continues to be a citizen of this country."

Those who are termed and still call them to be "Stranded Pakistanis" by owing affirming and acknowledging, expressly or by conduct allegiance to a foreign state, say, Pakistan, they may belong to a class and cease to be citizens of Bangladesh. Those who have renounced their citizenship and / or waiting to leave for Pakistan may be left to their fate. The Election Commission is under no obligation to enlist them as voters.

Question of citizenship of Urdu-speaking has got another aspect, which is very important from the constitutional perspective. Miseries and sufferings of such people due to statelessness were time to time reported in the national media, electronic and print. Besides, the reasons mentioned in the letter of the Election Commission, they are constantly denied the constitutional rights to job, education, accommodation, health and a decent life like other citizens of the country. By keeping the question of citizenship unresolved on wrong assumption over the decades, this nation has not gained anything rather was deprived of the contribution they could have made in the nation building. The sooner the Urdu-speaking people are brought to the mainstream of the nation is the better.

Now, with regard to the issue of maintainability of the writ petition without exhausting statutory provisions of enrollment, it would be sufficient to say when the question of citizenship of Urdu-speaking people is left unattended for decades on the constitutional ground that could not be got resolved by individual application. The Chief Election Commissioner having found difficulties in the enrollment of such people wrote to the Chief Advisor for policy direction and till date the Chief Advisor could not find time to give any policy guidance. This question of citizenship could never be decided in statutory forum/. it is well settled that constitutional question can only be decided in properly constituted writ petition under Article 102 of the Constitution. Mr. Rafiqul Islam Miah also prayed for direction upon the Election Commission for registration of

Urdu-speaking people en block. The petitioners do not appear to represent all such people. Secondly, in the absence of any law, no citizen can be forced to register as a voter and the Election Commission also can not register every citizen against his / her will. Till now, option lies under the law with a citizen to enroll as a voter.

For the reasons aforesaid, we find the petitioners are citizen of Bangladesh and accordingly, eligible and entitled to be enrolled as a voter in the electoral roll.

In the result, the Rule is made absolute without however any order as to cost.

The El

the ection Commission is directed to enroll the petitioners and other Urdu-speaking people who want to be enrolled in the electoral rolls and accordingly, give them National Identity Card without any further delay.

Let a copy of this order be sent to the Election Commission at once for guidance and necessary action

M.A. Rashid

Md. Ashfaqul Islam. J

I agree

Md. Ashfaqul Islam

A. Begum / 10.06.08
Read by:
Exmn By Signed 11/06/08

বাংলাদেশের উর্দুভাষী জনগণের নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার আইনগত ভাবে নিশ্চিত হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্টের ২০০৩ ও ২০০৮ সালের দুইটি পৃথক রায়ে এই অধিকার দেয়া হয়েছে। এই প্রকাশনাতে মূল ইংরেজি রায়, এর বাংলা অনুবাদ ও সারসংক্ষেপ দেয়া আছে।

Free to download at
namati.org

ISBN: 978-984-34-0186-1

Citizenship Rights of Urdu-Speaking Bangladeshis, edited by Mazharul Islam, Javed Hussen & Khalid Hussain, published by: Namati, Council of Minorities & Nagorik Uddyog Dhaka, First publish: December-2015

NAMATI
INNOVATIONS IN LEGAL EMPOWERMENT

COM
COUNCIL OF MINORITIES

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE